খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ উজ্জীবিত
প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন

সময়: এপ্রিল ২০১৯

সহযোগী সংস্থা: ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

১.ভূমিকাঃ Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২৮/০৫/২০১৩ ইং তারিখ বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মধ্যে একটি Financing Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মুল কম্পোনেন্ট দুটি: (১) কাজের বিনিময়ে অর্থ কাযক্রম এবং (২) দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Rural Employment and Road Maintenance Program (RERMP-2) এবং পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Ultra Poor Program (UPP)-Ujjibito.

প্রকল্পের লক্ষ্য

- প্রকল্পের আওতাধীন অতিদরিদ্র নারী অংশগ্রহণকারী এবং তাদের খানার মানসম্মত জীবন যাপনের অবলম্বন সৃষ্টি করা;
- প্রকল্পের আওতাধীন অতিদরিদ্র অংশগ্রহণকারী এবং তাদের খানার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন করা;
- প্রকল্পের আওতাধীন অতিদরিদ্র নারী অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল টেকসইভাবে বাংলাদেশের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যহ্রাস করা।

এনডিপি ১৯৯২ সাল থেকে শোষিত, বঞ্চিত ও প্রান্তজনের উন্নয়নে কাজ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি পুষ্টি, জেন্ডার এন্ড রাইট্স, প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার ও সুশাসন, গৃহায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, এনার্জি ও এনভায়রনমেন্ট, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া এবং ঋণ সহায়তা কর্মসূচিসহ মোট ৩০টি প্রকল্প/কর্মসূচি'র মাধ্যমে সিরাজগঞ্জসহ বগুড়া, পাবনা, নাটোর, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক/সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসডিজি'র টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে তুরান্বিত করতে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভুক্তভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এনডিপি বিশেষ জোর দিয়েছে।

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে বাদ দিয়ে কোনভাবেই প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও নারীদেরকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে বর্তমানে সংস্থার ৩০ ভাগ কর্মীই নারী।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। শহরের তুলনায় গ্রামে দারিদ্র্যের হার বেশি। ২০১০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতে বাংলাদেশে দারিদ্র্যতার হার ছিল ৩১%। ও বিবিএস এর তথ্য মতে ২৯% জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নিচে বাস করত। গ্রাম এলাকায় এই হার ছিল ৩৫%। এর অন্যতম কারণ নারীর অনগ্রসরতা। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এনডিপি নারীর অনগ্রসরতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় এনডিপি" "Food Security 2012 Bangladesh-UPP Ujjibito" প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতা দুরীকরণে কাজ করছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কারিগরি সহায়তায় এনডিপি সিরাজগঞ্জ,পাবনা ও নাটোর জেলার ১৪টি উপজেলায় ১০২টি ইউনিয়নের ৩০টি ঋণ সহায়তা কর্মসূচি'র শাখার সমন্বয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।প্রকল্পটি বাংলাদেশের টেকসই দারিদ্র্যতা হ্রাস তথা এসডিজি'র ১, ২, ৩, ৪ ও ৮ নং লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্প এলাকার ১২,৫০০ নারী-প্রধান অতি দরিদ্র খানাকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করতে ও সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে কাজ করছে।

২.সহযোগী সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শাখার সংখ্যা	৫৭ টি	
মোট সদস্য সংখ্যা	৯৪,৬০৭	
মোট বুনিয়াদ সদস্য সংখ্যা	৮,৫৮০	
ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	২৩,৫২৫.৮৯	
বুনিয়াদ ঋণস্থিতি(লক্ষ টাকা)	৭৯২.৪৫	
সঞ্চয়স্থিতি(লক্ষ টাকা)	৭১০১.৬৪	
বুনিয়াদ সঞ্চয়স্থিতি(লক্ষ টাকা)	৫৪০.৫৭	
ক্ষুদ্রঋণ ছাড়া অন্যান্য কর্মসূচিসমূহের নাম ও অর্থায়নকারী সংস্থার নাম	কর্মসূচিসমূহের নাম	অর্থায়নকারী সংস্থার নাম
	1.Training program	PKSF And NDP
	2.Disaster management program	CARE-BD, UNDP.UNICEF,WFP
	3.Disability and development Program	NDP

	4.Health services program	NDP
	5.Education support program	NDP
	6.M4C PRPJECT	Swiss contact
	7.ENRICH Project	PKSF And NDP
	8.ujjibito project	EU-PKSF
	9.Agriculture Unit project	PKSF
	11.Energy and Environment project	idcol
	12.Ensuring Sustainable Livelihood Project-ESL	PKSF
	13.Enhancement through Strengthening Project-EES	Heifer International(USA)
	14.Women Friendly Hospital Programme	Naripokko-UNICEF
	15.SHOUHARDO-3 Programme	USAID
	16.Probeen Kalyan Karmoshuchi	NDP
	17.Combating Gender Based Violence	MJF
	18.Dairy Value Chain Project	PKSF
	19.Improve the life standard of old aged people	PKSF And NDP
	20.Cultural and Sports Programme	PKSF
	21.Low income community housing project	World Bank,PKSF
	22.Alokito Gram	NDP
	23.Gender and Rights	NDP
	24.Quality Agrro Inputs	PCL,NDP
	25.Invesment componemt VGD	WFP
	26.Improve Maternity and Lacteting Allowance Programme	WFP
	27.UMMC AND UMML	GIZ
	28.Empowering Local Actors inPromotingRights of Excluded People(ELAPREP)	UNDP
	29.Prevention,Respond,Resilient building to address burn violence project	Acid Srvivors Foundation(ASF)

৩.প্রকল্পের কর্মএলাকা (উপজেলাভিত্তিক তথ্য প্রদান করুন):

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ফোকাল শাখার সংখ্যা	সেমিফোকাল শাখার সংখ্যা	সাধারণ শাখার সংখ্যা
সিরাজগঞ্জ	চৌহালি	১	০	০
সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	১	১	২
সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	৩	০	০
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	১	০	৪
সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	২	০	১
সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ	১	০	০
সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	২	০	০
সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	১	২	০
পাবনা	বেড়া	০	১	০
পাবনা	ফরিদপুর	০	০	১
পাবনা	ঈশ্বরদী	০	০	১
নাটোর	নাটোর সদর	১	০	০

নাটোর	বড়াইগ্রাম	১	১	১
নাটোর	গুরুদাসপুর	০	১	০

৪.আর্থিক সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের বিরবণঃ

৪.১দুই দিনব্যাপী কৃষিজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:
ক. প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া:
১.সক্ষম ব্যক্তি(সদস্য বা তার স্বামী/ছেলে/মেয়ে) ।প্রশিক্ষণে পুরুষ এবং মহিলাদের সমন্বয়ে মিশ্র ব্যাচ করা চয়নি।
২.সংশ্লিষ্ট খাতে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিন্ত আধুনিক উপায় অবলম্বন করেনা এমন সদস্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
৩.কর্মক্ষম প্রতিবন্ধি ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
৪.কোন সদস্যকে একাধিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।

খ. প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন মানদণ্ডঃ
১.বসতবাড়িতে সবজি চাষের ক্ষেত্রে বাড়ির আঙ্গিনায় খোলা জায়গায় বেড আকারে সবজি চাষাবাদ করা হয়েছে।
২.বসতবাড়িতে কমপক্ষে একটি সজনে এবং লেবু গাছ নিশ্চিত করা হয়েছে।
৩.কেঁচো সারের খামার এর ক্ষেত্রে ২টি রিং দিয়ে কেঁচো উৎপাদন করা হয়েছে ।প্রতি রিংয়ে এক হাজার করে কেঁচো দেয়া হয়েছে।
৪.মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪টি ছাগল দিয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫.গরু মোটাতাজা করনের ক্ষেত্রে ২টি ষাড় গরু দিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজা করা হয়েছে।
৬.ব্রয়লার পালন এর ক্ষেত্রে ২০০টি ব্রয়লার দিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।নিয়মিত টিকা দেয়া এবংজীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ. বছরওয়ারী দুই দিনব্যাপী কৃষিজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ছক:(এক প্যারার মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে)

ক্র:নং	প্রশিক্ষণের খাতের নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		মোট	
		ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
	মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন	০	০	১৭	৪২৫	৯	২২৫	১৬	৪০০	০	০	০	০	৪২	১০৫০
	গরু মোটাতাজাকরণ	১২	৩০০	৩৮	৯৫০	৩০	৭৫০	২১	৫২৫	১২	৩০০	০	০	১১৩	২৮২৫
	কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	গাভী পালন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	সোনালী মুরগী পালন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	কবুতর পালন	০	০	০	০	০	০	০	০	২	৫০	০	০	২	৫০
	বসতবাড়িতে সবজি চাষ	৪	১০০	৯	২২৫	২	৫০	৭	১৭৫	০	০	০	০	২২	৫৫০
	কেঁচোসারউৎপাদন এবং ব্যবহার	০	০	১০	২৫০	১০	২৫০	৫	১২৫	০	০	০	০	২৫	৬২৫
	নার্সারী	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট		১৬	৪০০	৭৪	১৮৫০	৫১	১২৭৫	৪৯	১২২৫	১৪	৩৫০	০	০	২০২	৫১০০

ঘ. কৃষিজ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফল সদস্যদের ২টি কেস স্টাডি। কেস স্টাডিটি বিবরণমূলক সৃজনশীল হতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

১. সদস্য ও তার স্বামীর নাম
২. পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও ঠিকানা,
৩. জমির পরিমাণ (বাড়ীর ভিটাসহ)
৪. প্রশিক্ষণের পূর্বে অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তি (গরু, ছাগল, মুরগী, সাইকেল, ভ্যান, রিকসা ইত্যাদি)

৫. প্রশিক্ষণের আগে কি করতো এবং তখন কত আয় হতো।
৬. প্রশিক্ষণের আগে ঋণ ও সঞ্চয় কত ছিল।
৭. প্রশিক্ষণের জন্য সদস্যকে কেন নির্বাচন করা হয়েছিল।
৮. প্রশিক্ষণ কবে ও কি ট্রেডে পেয়েছে।
৯. প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কিভাবে ব্যবহার করছে,
১০. প্রশিক্ষণের পরে কি করে ও বর্তমান আয় কত।
১১. আয় বেড়ে থাকলে তা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।
১২. প্রশিক্ষণের পরে অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তি।
১৩. প্রশিক্ষণের পরে সঞ্চয় ও ঋণ কত?
১৪. পূর্বপেক্ষা অধিক ঋণ নিয়ে থাকলে প্রশিক্ষণলব্ধ খাতে ব্যবহার করছে কিনা?
১৫. প্রকল্প হতে অন্য কি সুযোগ-সুবিধা দিলে উনি আরও ভালো করতে পারতেন।
১৬. ভালো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে পাঠাতে হবে (মোবাইলের ছবি গ্রহণযোগ্য নয়)।

৪.১(ঘ)সবুরা এখন স্বাবলম্বী (কৃষিজ)

পরিচিতি : নাম : মোছা : সবুরা বেগম ,স্বামী : মো : লিটন মিয়া, গ্রাম : চরনিশিবয়ড়া ,ডাকঘর :সুবর্ণসাড়া ,ইউনিয়ন : ভাঙ্গাবাড়ী,উপজেলা : বেলকুচি,জেলা সিরাজগঞ্জ। পরিবারে তার একটি মেয়ে ও একটি ছেলে রয়েছে ।

পূর্বের অবস্থা : সবুরার স্বামী পূর্বে তাঁতের কাজ করতেন,কিন্তু তাঁত শিল্পের ব্যাবসা খারাপ হওয়ার কারনে মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ থাকতো । যা আয় হতো তাদিয়ে সংসার ঠিক ভাবে চলতো না ।একবেলা খেয়ে একবেলা না খেয়ে দিন পার করতেন সবুরা ।স্বামীর রোজগার খারাপ রহওয়ার কারনে তিনি ভাবতেন যে তিনি নিযেও যদি কিছু করতে পারতেন তাহলে সংসার ভাল ভাবে চলতো ।তাদেও নিজস্ব কোন সম্পদ যেসন গরু,ছাগল ,কৃষি জমি এগুলো ছিল না।সবুরার ছেলে ও মেয়ে যত বড় হচ্ছিল সবুরার চিন্তা ততই বাড়ছিল।তিনি ভাবতেন এভাবে সংসার চললে তিনি ছেলে মেয়েকে ভালভাবে লেখা পড়া করাতে পারবেন না।কার তিনি চাইতেন তার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া শিখবে ভালভাবে বাঁচবে।কোন একটি উপায় খোজার জন্য ভাবতেন সবুরা।অন্ধকারে আলোর আশায় চেয়ে ছিলেন সবুরা ।

বর্তমান অবস্থা : সবুরা যখন তার ভাবচনাকে বাস্তব রুপে দেখতে চান ঠিক তখনি তিনি জানতে পারেন যে তার গ্রামে এনডিপি -ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের কাজের কথা ।সবুরা প্রকল্পের কাজের কথা শুনে আগ্রহ প্রকাশ করেন ও সোনালী উজ্জীবিত মহিলা সমিতির একজন সদস্য হন।তিনি নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হতে থাকেন । তার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে তাকে ২দিন ব্যাপি গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয় ।সবুরা ২দিন ব্যাপি গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ খুবই ভাল ভাবে সম্পন্ন করেন ।প্রশিক্ষন শেষে নিজের টাকা না থাকায় এনডিপি হতে গরু ক্রয়ের জন্য ২৫,০০০/= টাকা সুফলন ঋণ গ্রহন করেন এবং একটি গরু ক্রয় করেন ২৫,০০০/=টাকা দিয়ে।সবুরার প্রশিক্ষণ ও পরম মমতায় লালন করতে থাকেন তার গরুটিকে।তিন মাসের মধ্যে তার গরুটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে।সবুরা গরুটি বিক্রি করেন ৪৫,০০০/=টাকা ।তার গরুটি লালন পালন খরচ হয় ৮,৫০০/=। মোট লাভ দাড়ায় ৪৫,০০০-২৫,০০০-৮,৫০০=১১,৫০০ টকা ।এভাবে তিনি আবার ঋণ গ্রহন করেন ২০,০০০/= টাকা ও ২টি গরু ক্রয় করেন ৫০,০০০/=টাকায় এবং বিক্রি করেন ১,০২,০০০/=টাকা তার গরুটি লালন পালন খরচ হয় ১৯,৫০০টাকা এবং নীট লাভ হয় ১,০২,০০০-৫০,০০০-১৯,৫০০=৩২,৫০০ টাকা ।এভাবে শুরু আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সবুরার। বর্তমানে তার বাড়ীতে ৪টি গরু রয়েছে।গরুর জন্য সুন্দর একটি শেট রয়েছে।খামারের লাভের টাকায় তার স্বামী কে বেলকুচি বজারে মুরগীর কেনা বেচার দোকান করে দিয়েছেন ।বাড়ীতে গোড়া পাকা টিউবওয়েল,স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা,ও ছেলে মেয়েকে ভাল স্কুলে ভর্তি করেছেন ।তার ছেলে চতুর্থ শ্রেণীতে ও মেয়ে দশম শ্রেণীতে পড়েন। সংসার ও খামারের কাজে দিন কাটছে সবুরার । বর্তমানে সে অনেক সুখী।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা : সবুরা আদর্শ মানের একটি খামার করতে চান ও গ্রামের অন্যদের প্রেরনা হতে চান।তিনি ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সফলতা কামনা করেন ও সবাই কেই বলতে চান নরীরা সমাজের বোঝা নয়।

৪.১(ঘ)ভার্মি কম্পোষ্টে ভাগ্যের দুয়ার খুলল জাহানারার (কৃষিজ)

নাটোর সদর উপজেলার ঘোড়াগাছা গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারের সদস্য মোছা: জাহানারা খাতুন । অতি অল্প বয়সেই একই গ্রামের হতদরিদ্র এক ছেলের সাথে বিয়ে হয় জাহানারার। জাহানারার স্বামী মো: আঃ রহিম মিয়ার একটি ছোট ঘর ও ১২ শতাংশ জমি ছিল ।রহিম মিয়ার আর্থিক দৈন্যদশার কারনে সংসারে অভাব নামক দানবটি মাথা চারা দিয়ে উঠছিল দিন দিন ।এ অবস্থায় একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে অসহায় ভাবে দিন পার করছিলেন জাহানারা।মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে তার স্বামী হিমসিম খাচ্ছিলেন।সংসারে তেমন কোন সম্পদ ছিল না। জাহানারা অন্যের বাড়িতে কাজ করে তার আদরের সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতেন।অতি অসহায় একজন নারী হিসেবে দিন পার করছিলেন জাহানারা ।

জাহানারার চারদিকে যখন অন্ধকার তখন এনডিপির-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের কথা জানতে পারেন । জাহানারা এনডিপির-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের একজন সদস্য হন।তার আগ্রহ আরো বেশি হয় যখন প্রকল্পের নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে কৃষি ও স্বাস্থ্য বার্তা পেতে থাকেন ।তিনি জানতে পারেন ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনের কথা। জাহানারা ২০১৬ সালে ভার্মি কম্পোষ্টের উপর প্রশিক্ষন গ্রহন করেন।প্রশিক্ষন শেষে কেঁচো ক্রয় এবং রিং তৈরী করার জন্য ১৫০০ টাকা পান। গরুর গবর দিয়ে ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী করতে থাকেন।এভাবে শুরু হয় জহানারার পথ চলা।প্রথমে ছোট আকারে শুরু করলেও ধীরে ধীরে এর পরিধি বাড়তে থাকে। নিজের জমিতে ব্যবহারের পাশাপাশি ভার্মি কম্পোষ্ট প্রথম বারে ২৫০০ টাকা বিক্রি করেন।এবং ২০০০ টাকার কেঁচো বিক্রি করেন।এভাবে বাড়তে বাড়তে তার রিং এর সংখ্যা এখন ১০টি।তার এই সফলতায় এনডিপির উর্ধতন কর্মকর্তারা তার বাড়ী পরিদর্শন করেন ও পিকেএসএফ এর বিভিন্ন কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেন।অত্র এলাকার কৃষিসম্প্রসরন অফিস হতে উপজেলা কৃষিঅফিসার জাহানারার বাড়ী পরিদর্শন করেন ও তার কাজে সন্তষ্ট হয়ে ২টি বড় রিং ও ২টি টিন তাকে উপহার দেন যেন আরো ব্যাপকভাবে জাহানারা তার কার্যক্রম চালাতে পারেন ।জাহানারা এখন স্বাবলম্বী তাকে আর অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে হয় না।জাহানারার মেয়েটি ৫ম শ্রেণী ও ছেলেটি ১০ম শ্রেণীতে পড়ছে।বাংলাদেশের রাসায়নিক সার ব্যবহারে যখন মাটির গুনাগুন ধংসের পথে তখন জাহানারার মতো নরীদের ভার্মিকম্পোষ্ট কার্যক্রম প্রশংসার দাবিদার।

৪.২ অকৃষিজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ক. প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া:

১.প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্য এবং আরইআরএমপি-২ সদস্যর পরিবারের সন্তানদের অথবা তাদের প্রতিবন্ধি সন্তানদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

২. যাদের বয়স ১৫-৩৫ বছররে মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.একই পরিবার হতে একাধিক সদস্যকে নির্বাচন করা হয়নি।

খ. প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন মানদণ্ড:

১. প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে নিয়োজিত থাকতে হবে এই মর্মে নিশ্চয়তা পত্র নেয়া হয়েছিল।

২.যাদের ৩০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ করার মানুষিকতা ছিল শুধু তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে।

গ.বছরওয়ারী অকৃষিজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ছক: (এক প্যারার মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে)

ক্র:নং	প্রশিক্ষণের খাতের নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		মোট	
		ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
১	সেলাই	০	০	৬	১৫০	৫	১২৫	৫	১২৫	১	২৫	০	০	১৭	৪২৫
২	বাঁশ-বেত	১	২৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	২৫
৩	কারচুপি	০	০	০	০	৪	১০০	১	২৫	০	০	০	০	৫	১২৫
৪	ওমানিয়ান টুপি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	ব্লক বাটিক	০	০	১	২৫	০	০	০	০	০	০	০	০	১	২৫
৬	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট		১	২৫	৬	১৫০	৯	২২৫	৬	১৫০	১	২৫	০	০	২৪	৬০০

ঘ. অকৃষিজ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফল সদস্যদের ২টি কেস স্টাডি। কেস স্টাডিটি বিবরণমূলক সৃজনশীল হতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

১. সদস্য ও তার স্বামীর নাম
২. পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও ঠিকানা
৩. জমির পরিমাণ (বাড়ীর ভিটাসহ)
৪. প্রশিক্ষণের পূর্বে অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তি (গরু, ছাগল, মুরগী, সাইকেল, ভ্যান, রিকসা ইত্যাদি)
৫. প্রশিক্ষণের আগে কি করতো এবং তখন কত আয় হতো
৬. প্রশিক্ষণের আগে ঋণ ও সঞ্চয় কত ছিল
৭. প্রশিক্ষণের জন্য সদস্যকে কেন নির্বাচন করা হয়েছিল
৮. সদস্য ব্যতিত পরিবারের অন্য কোন সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকলে তার কারণ
৯. প্রশিক্ষণ কবে ও কি ট্রেডে পেয়েছে
১০. প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কিভাবে ব্যবহার করছে
১১. প্রশিক্ষণের পরে কি করে ও বর্তমান আয় কত
১২. আয় বেড়ে থাকলে তা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন
১৩. প্রশিক্ষণের পরে অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তি
১৪. প্রশিক্ষণের পরে সঞ্চয় ও ঋণ কত?
১৫. পূর্বপেক্ষা অধিক ঋণ নিয়ে থাকলে প্রশিক্ষণলব্ধ খাতে ব্যবহার করছে কিনা?
১৬. প্রকল্প হতে অন্য কি সুযোগ-সুবিধা দিলে উনি আরও ভালো করতে পারতেন
১৭. ভালো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে পাঠাতে হবে (মোবাইলের ছবি গ্রহণযোগ্য নয়)

৪.২(ঘ)আরজিনা এখন রোল মডেল(সেলাই প্রশিক্ষণ) *

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার চড়িয়া কামারপাড়া গ্রামের আরজিনা বেগম ছিলেন দুস্থ ,ভুমিহীন অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্য ।পরিবারে তার একমাএ মেয়ে এবং মা রয়েছে।

আরজিনার বাবা মো: আলতাফ হোসেন কৃষিকাজ করে পরিবার চালাতেন ,পরিবার নিয়ে ভালই ছিলেন তিনি। কিন্তু সুখ তার কপালে বেশিদিন সইল না ।আলতাফ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরন করলে তার পরিবার দিশেহার হয়ে পড়ে।আরজিনার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়।আরজিনার মা কোন উপায় না পেয়ে অন্যের বাড়ীতে কাজ করে সংসার চালাতেন।এতে আরজিনা এক ধরনের চাপা কষ্ট বুকে বয়ে বেড়াতেন।কোন ভাবেই তা প্রকাশ করতে পারতেন না।এর মাঝে আরজিনার বিয়ে হয় গ্রামের আঃ মমিন এর সাথে কিন্তু সুখ আরজিনার কপালে ছিলই না।অভাব অনাটন এখানে ও হানা দেয় ।তাই বাবার বাড়িতে চলে আসেন ।আরজিনা স্বপ্ন দেখতেন নিজেই যদি কিছু করতে পারতেন তাহলে অভাব নামক দানবটিকে পরিবার হতে তাড়ানো সম্ভব।দিন বদলের আশায় তাকিয়ে ছিলেন আরজিনা ।

আরজিনা যখন কল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন ঠিক তখনই তার কল্পাকে বাস্তব করার জন্য হাজির এনডিপি ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প।আরজিনা ২০১৫ সালে এনডিপি ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য হন।প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারের সাথে কথা বলে সেলাই প্রশিক্ষনের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেন।তার প্রবল ইচ্ছার কারনে সেলাই প্রশিক্ষনে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।আরজিনা একমাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষন গ্রহন করেন।প্রশিক্ষন শেষে অনুদান হিসেবে একটি সেলাই মেশিন পান।নিজের বাড়ীতেই সেলাই এর কাজ শুরু করেন ।প্রথম প্রথম কাজের অর্ডার কম থাকলেও কাজের মান ভাল হওয়ার কারনে দ্রুতই আরজিনার কাজের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে অর্ডার বাড়তে থাকে।আরজিনা সংসারে খরচ বহন করতে স্বামীকে সহোযোগীতা করতে থাকেন।আরজিনার কাজে অনুপ্রানিত হয়ে গ্রামের অনেক মেয়েরা তার কাছ থেকে কাজ শেখার ব্যাপালে আগ্রহ প্রকাশ করেন । আরজিনা তার গ্রামের মেয়েদের সেলই প্রশিক্ষন দিতে শুরূ করেন।এমনিভাবে তিনি প্রায় ৩০ জন মেয়েকে সেলাই প্রশিক্ষন দেন ।সেলাই প্রশিক্ষণে প্রতিজন থেকে আরজিনা ২০০০ টাকা মজুরি নেন।আরজিনা তার মাকেও সেলাই প্রশিক্ষন দেন।আরজিনা বাড়ীতে গজ কাপড় তোলেন।এত তার অর্ডার আরো বেড়ে যায় বিক্রি ও ভাল হতে থাকে।এখন প্রতি মাসে তিনি ৭,০০০-৮,০০০ টাকা আয় করেন।তার সংসারে এখন স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে।আরজিনা এনডিপি হতে ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করে গরু মোটাতাজাকরণের কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন।এনডিপি- ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের মধ্যমে আরজিনা এখন স্বাবলম্বী।আরজিনার স্বপ্ন এখন আরো বড়।

ভবিষ্যতে আরজিনা একটি আধুনিক টেইলার্স গড়ে তুলতে চান ও দোকান করতে চান ।যেন গ্রমের সকল মানুষ হাতের নাগালেই তাদের পছন্দ মত পোশাক কিনতে পারেন এবং ফেরী পোশাক বিক্রির জন্য কোথাও যেতে না হয়।তার মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান।তিনি এনডিপি ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সফলতা কামনা করেন।

জীবন যুদ্ধে ইলিয়ার আত্তকথা (সেলাই প্রশিক্ষণ)

পরিচিতি : নাম :মোছা :ইলিয়া বেগম ,স্বামী :মো :আজম,গ্রাম: সূবর্নসাড়া,ডাকঘর : সূবর্নসাড়া,ইউনিয়ন : ভাঙ্গাবাড়ী,উপজেলা : বেলকুচি,জেলা: সিরাজগঞ্জ ।পরিবারে তার স্বামী ছাড়া ও একমাএ সন্তান রয়েছে তবে প্রতিবন্ধি ।

পূর্বের অবস্থা : ইলিয়ার বাবা ইলিয়াকে অল্প বয়সেই বিয়ে দেন,সুখেই সংসার করছিলেন ইলিয়া ।তার স্বামীর ছোট একটি ফ্লেক্সিলোড এর দোকান ছিল তবে কোন চাষাবাদের জমি জমা ছিল না । ছোট পরিবারের সুখ আনন্দ ভরপুর ছিল।সেই আনন্দ আরো বেশি হল যখন ইলিয়া জানতে পারেন যে তিনি মা হতে চলেছেন।একে এক দিন যায় মাস যায় একনি ইলিয়ার কোল আলো করে তার একটি পুএ সন্তান জন্ম হয়।তবে কিছুদিন যাবার পর তার বাচ্চার অস্বাভাবিক আচারনে বুঝতে পারেন যে তার বাচ্চা প্রতিবন্ধি।সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান । বাচ্চার অসুস্থতায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরতে থাকেন।কিন্তু বাচ্চার কোন পরিবর্তন হয়না ।এদিকে ইলিয়ার স্বামীর যা কিছু সহায় সম্বল ছিল সবকিছু প্রায় শেষ তার বাচ্চার চিকিৎসায়। একদিকে বচ্চার চিকিৎসা অন্যেদিকে সংসার খরচ দুয়ে মিলে ইলিয়ার স্বামী ধার দেনায় পড়েযান উপায় না দেখে একমাএ উপার্জনের দোকান টি ও বিক্রি করে দেন।ইলিয়ার স্বামী তাঁতের কাজে যোগ দেন।অসহায় সম্বলহীন ইলিয়া সন্তানের মুখপানে চেয়ে চেয়ে শুধু চোখের জল ফেলতেন কারন টাকার অভাবে তারা তাদের সন্তানের চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারতেন না।বিধাতার কাছে সাহায্য চাইতেন যেন কোন উপায় তারা খুজে পান।

বর্তমান অবস্থা : ইলিয়া তার প্রতিবেশির মাধ্যমে জানতে পারেন যে তাদের গ্রামে এনডিপি -ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প কাজ করছে। ইলিয়া সমস্ত কিছু শুনে এনডিপি -ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য হন।নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন।একদিন ইলিয়া প্রকল্পের টেকনিক্যল অফিসার এর মধ্যমে জানতে পারেন যে সেলাই প্রশিক্ষনের জন্য লোক বাছাই করা হচ্ছে।ইলিয়া প্রশিক্ষণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং একমাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে একটি সেলাই মেশিন পান অনুদান হিসেবে। প্রথম প্রথম কাজের অর্ডার কম থাকলেও ধীরে ধীরে কাজের অর্ডার বাড়তে থাকে।ইলিয়া স্বপ্ন বড় হতে থাকে। প্রতি মাসে সে তার সংসার খরচ বাদে তার সন্তানের চিকিৎসা করতে পরছেন দেখে তার দেহে যেন নতুন করে প্রান ফিরে আসে।প্রতিমাসে তার ২,৫০০-৩,০০০ টাকা আয় হতে থাকে।তার উন্নতি দেখে টেকনিক্যাল অফিসারের পরামর্শে থান কাপড় তোলেন এত তার বিক্রি দ্বিগুন বেড়ে যায়। একদিকে থান কাপড় অন্যেদিকে পোশাক তৈরীর মুজুরী দুয়ে মিলে আয়ের পরিমান বাড়তে থাকে । এভাবে প্রতি মাসে তার ৫,০০০-৬,০০০ টাকা আয় হতে থাকে।তার স্বামী তার কাজের উন্নতি দেখে তাকে এখন অনেক সহযোগীতা করে থাকেন। ইলিয়া তার গ্রামের ১০-১২ জন মেয়েদের সেলাই প্রশিক্ষন দিয়েছেন এবং জন প্রতি ২,৫০০ টাক করে নিয়েছেন। ইলিয়া বলেন এনডিপি -ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের কারনে আমার মত একজন সাধারন নারী আজ অনেক কিছু করতে পারছি,তানাহলে আজ আমরা হয়তোবা অন্ধাকারে হারিয়ে যেতাম।আজ এনডিপি -ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের কারনে আমার এই সফলতা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা : ইলিয়া তার বাড়ীতেই একটিন আধুনিক মানের টেইসার্স গড়ে তুলতে চান। ইলিয়া চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক তৈরী করছে এখন।তার স্বপ্ন যে তার হাতে তৈরী পোশাক যেন সবার নজরে আসে।এনডিপি -ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সফলতা কামনা করেন ।

৪.৩বিশেষ অকৃষিজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:
ক. প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া:

১.প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্য এবং আরইআরএমপি-২ সদস্যর পরিবারের সন্তানদের অথবা তাদের প্রতিবন্ধি সন্তানদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
২. যাদের বয়স ১৫-৩৫ বছররে মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.একই পরিবার হতে একাধিক সদস্যকে নির্বাচন করা হয়নি।
খ. প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন মানদণ্ড:
১. প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে নিয়োজিত থাকতে হবে এই মর্মে নিশ্চয়তা পত্র নেয়া হয়েছিল।
২.যাদের ৩০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ করার মানুষিকতা ছিল শুধু তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে।
গ.বছরওয়ারী অকৃষিজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ছক: (এক প্যারার মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে)

ক্র:নং	প্রশিক্ষণের খাতের নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		মোট	
		ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
১	১.সেলাই প্রশিক্ষণ(প্রতিবন্ধি ১২জন) ২.ইলেকট্রিক্যাল হাউজওয়্যারিং(১৩জন)	০	০	০	০	০	০	০	০	১	২৫	০	০	১	২৫

৪.৩ বিশেষ অকৃষিজ(প্রতিবন্ধি) সেলাই প্রশিক্ষণে ময়নার নতুন জীবন

পূর্বের অবস্থা - ময়না একজন প্রতিবন্ধি মেয়ে হওয়ার কারনে পরিবার ও সামাজে সে অবহেলিত ছিল ।তার সহপাঠিরা তাকে যেমন অবহেলা করতো ঠিক তেমনি গ্রামের খেলার সাথীরাও তাকে অবহেলা করতো।স্কুলের সহপাঠীরা তাকে এরিয়ে চলতো।কোন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানেও সে ছিল সবার অবহেলার পাত্র।তাই সবসময় সে এক ধরনের চাপা কষ্টে ভুগতো।তার বুকফাটা আর্তনাদ শোনার মতো কেউ ছিল না।

বর্তমান অবস্থা- ময়না মেনে নিয়েছিলেন তার অবস্থা তাই মনদিয়ে লেখাপড়া করছিলেন।বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ময়না ২০১৮ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। স্বপ্ন তার আকাশ সমান। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান একজন সফল নারী হিসেবে। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- "একটা সময় সমাজ আমাকে স্বপ্ন দেখতে বাধা দিয়েছে, অপমানজনক কথা বলেছে। এমনকি পরিবার মন থেকে না চাইলেও আমার শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কথা ভেবে কখনও কখনও পিছিয়ে যেতেন। আমি সামনে এগুনোর সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম। স্কুলে যেতাম কিন্তু বন্ধুরা ঠিক আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতো। তারা বলতো আমার জীবনে কোন স্বপ্ন থাকতে পারে না। কিন্তু না, উজ্জীবিত প্রকল্প আমার মরে যাওয়া স্বপ্নগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি ভাবতে পারছি আমার স্বপ্নগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার"।

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ময়নাকান্দি গ্রামের ময়না। সোস্যাল কর্মকর্তা'র মাধ্যমে ময়নার মা চায়না উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য হন ২০১৫ সালে। এখান থেকেই শুরু হয় ময়নার সাথে প্রকল্পের যোগাযোগ। বাবা মা স্বল্প মধ্যবিত্ত হলেও ময়না বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হওয়ায় পড়ালেখাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করত। এমতাবস্থায় ২০১৭ সালে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে

ইউপিপি- উজ্জীবিত প্রকল্প কর্তৃক এনডিপি'র বাগবাড়ি শাখায় ৩০ দিন ব্যাপী বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি সফলতার সাথে শেষ করায় প্রকল্প থেকে ১টি সেলাই মেশিন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হয়। এরপর তিনি নিজেরসহ অন্যান্য শিশু ও নারীর বিভিন্ন ধরনের পোশাক বানানো আরম্ব করেন। আয় করতে শুরু করেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা। বাবা মায়ের কাছ থেকে নিজের জন্য আর কোন খরচ নিতে হয় না। বন্ধুরাও তার প্রতি মনোভাব পাল্টিয়েছে। সে এখন হাসি খুশি। ময়না তার এই কাজকে আরো ভাল ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে তার বাড়ীতেই কিছু কাপড় তুলেছেন যেন গ্রামের মেয়েদের আরো ভাল মানের পোশাক তিনি তৈরী করতে পারেন ও আরো লাভবান হতে পারেন।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা- ময়নার স্বপ্ন একজন সফল ন্যারী হিসেবে নিজেকে বিকশিত করা।অন্যের উপর নির্ভর করে নয় নিজের মেধাকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বপ্ন কে এগিয়ে নিতে চান বহুদূর। ময়না ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সফলতা কামনা করেন।

৪.৩(ঘ)জাহিদুলের স্বপ্ন পূরণ

জাহিদুল দরিদ্র পরিবারের একজন সন্তান।তার বাবা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।ভাই বোনদের মধ্যে সে ছিল সবার বড়।তাই দায়িত্ব ছিল বেশি।কিন্তু বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারনে জাহিদুল বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি। খেয়ে নাখেয়ে তাদের দিন কাটতো। জাহিদুল ভাবতেন কিভাবে তার বাবাকে সে সহযোগীতা করতে পারেন।পরিবারের অভাব নামক দানবের হাত থেকে তার পরিবারকে রক্ষা করবেন।বোনদের ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিবেন। জাহিদুল স্বপ্ন ছিল পরিবারের সবার মুখে হাসি ফোটাবেন।

জাহিদুলের মা জানতে পারেন এনডিপি-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের কথা।সে গ্রামের অন্যে সকল নারীর মুখে প্রকল্পের কাজের প্রশংসা শুনে আগ্রহ নিয়ে প্রকল্পের সদস্য হন।একদিন জানতে পারেন যে বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সদস্যদের সন্তানদের মধ্যে যেসব বেকার যুবক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে বা বিদ্যালয়ে যায় নাই এদের মধ্যে ৩০ দিন ব্যপী বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্প কর্তৃক এনডিপি'র জামতৈল এবং হাটিকুমরুল শাখায় কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুলের দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে টেষ্টার, কম্বিনেশন প্লায়ার্স, নোজ প্লায়ার্স, কাটিং প্লায়ার্স, হাতুড়ি, হ্যাকসহ ফ্রেম, স্ক্রু ড্রাইভার ষ্টার ও ফ্লাট, মিজারিং টেপ, রেঞ্জ, এ্যাভোমিটার ও ১টি ব্যাগসহ মোট ২০টি উপকরণ এবং নগদ ২,৫০০ টাকা প্রদান করা হবে। এছাড়া

কারিগরি বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সহায়তা করার পাশাপাশি উত্তীর্ণদের মাঝে কারিগরি বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত সনদ বিতরণ করা হবে। জাহিদুল তার মায়ের কাছ থেকে এত সব কথা শুনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। জাহিদুল মনোযোগ দিয়ে ৩০ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে উল্লেখিত উপকরন গুলো তাকে প্রদান করা হয়। জাহিদুল প্রথম প্রথম কাজ কম পেতো ।গ্রামের লোকেরা যখন জানতে পারেন যে জাহিদুল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক জন ইলেকট্রিশিয়ান তখন তার কাজের চাহিদা বাড়তে থাকে।গ্রামের কোন কাজ হলেই তার ডাক পড়তো সবার আগে।এভাবেই তার পথচলা শুরু। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তার।ভাল কাজ আর পরিশ্রম তাকে সফলতার দিতে ধাবিত করতে থাকে।শুরুতে দোকান না থাকায় প্রতিদিন তার ৭০০-৮০০ টাকা আয় হতে থাকে।পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরে আসে।তার ভাই বোনদের সে আবার স্কুলে ভর্তি করে দেন।সে চিন্তা করতে থাকে যে দোকান করার।তাই মায়ের গহনা বন্ধকী রেখে সে ১০,০০০ টাকা দিয়ে একটি দোকান ভাড়া নেন কাটাখালী বাজারে এবং স্বল্প কিছু মালামাল তোলেন।জাহিদুল এভাবে তার স্বপ্নপুরনের দিকে ধাবিত হতে থাকেন।ধীরে ধীরে তার ব্যবসার উন্নয়ন হতে থাকে।সে একজন বেকার যুবক ছিলেন।আজ তার বাবা মাকে নিয়ে জাহিদুল সুখে আছেন। বর্তমানে তার আর কোন অভাব নেই।

জাহিদুল তার ব্যবসাকে আরো বড় করতে চান যেন অভাব নামক দানব তার পরিবারকে আর ছুতে না পারে।তার মা বাবা কে নিয়ে সে সামনের দিনগুলোতে এগিয়ে যেতে চান এবং বলেন যে আমার মতো একজন স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবককে আত্তনির্ভরশীল করে গড়েতোলার পেছনে এনডিপি-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পটির ভূমিকা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

৪.৪বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

ক. প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া:
১.প্রকল্পভুক্ত দুস্থ নারী প্রধান দরিদ্র পরিবারের সদস্য বা অতি দরিদ্র মহিলা সদস্য, কর্মক্ষম প্রতিবন্ধি সদস্য বা প্রকল্পভুক্ত প্রতিবন্ধি পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
২.অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচন করা হয়নি।
৩.প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর ব্যবহার,নৈতিকতা, পারিবারিক ঐতিহ্য,অতীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবলী,মাদকাসক্ত কিনা প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিশেষভাবে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে।
খ. প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন মানদন্ড:
১. প্রশিক্ষণার্থীকে আবেদন পত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর উক্ত ট্রেডেই নিজেকে নিয়োজিত রাখবে এ মর্মে অঙ্গীকারনামা নেয়া হয়েছে এবং সেই মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২.পিকেএসএফ এর অনুমোদন ব্যতিত বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ অনাবাসিক করা হয়নি।এজন্য এই মর্মে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা নেয়া হয়েছে।
৩.যেসকল প্রশিক্ষণার্থী আবাসিকে থাকতে ইচ্ছুক শুধু মাত্র তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে।
গ.বছরওয়ারী বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ছক: (এক প্যারার মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে)

ক্র:নং	ট্রেডের নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		মোট	
		ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
১	ইলেকট্রিশিয়ান/ ইলেকট্রিক্যাল	০	০	০	০	০	০	১	২৫	০	০	০	০	১	২৫

ক্র:নং	ট্রেডের নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		মোট	
		ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
	হাউজ ওয়ারিং														
২	কনসিউমার ইলেকট্রনিক্স	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	১.মোটর সাইকেল মেকানিক্স(১৫জন) ২.মোবাইল ফোন সার্ভিসিং(১৫জন)	০	০	০	০	০	০	১	৩০	০	০	০	০	১	৩০
৫	ড্রাইভিং	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৬	ফ্যাশন ডিজাইনিং	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৭	কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৮	ফুড প্রসেসিং	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

ঘ. বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফল সদস্যদের ২টি কেস স্টাডি। কেস স্টাডিটি বিবরণ মূলক সৃজনশীল হতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

১. সদস্য ও তার স্বামীর নাম
২. পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও ঠিকানা
৩. জমির পরিমাণ (বাড়ীর ভিটাসহ)
৪. প্রশিক্ষণের পূর্বে অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তি (গরু, ছাগল, মুরগী, সাইকেল, ভ্যান, রিকসা ইত্যাদি)
৫. প্রশিক্ষণের আগে কি করতো এবং তখন কত আয় হতো
৬. প্রশিক্ষণের আগে ঋণ ও সঞ্চয় কত ছিল
৭. প্রশিক্ষণের জ্য সদস্যকে কেন নির্বাচন করা হয়েছিল
৮. প্রশিক্ষণ কবে ও কি ট্রেডে পেয়েছে
৯. প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কিভাবে ব্যবহার করছে
১০. প্রশিক্ষণের পরে কি করে ও বর্তমান আয় কত
১১. আয় বেড়ে থাকলে তা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন
১২. প্রশিক্ষণের পরে অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তি
১৩. প্রশিক্ষণের পরে সঞ্চয় ও ঋণ কত?
১৪. পূর্বেক্ষা অধিক ঋণ নিয়ে থাকলে প্রশিক্ষণলব্ধ খাতে ব্যবহার করছে কিনা?
১৫. প্রকল্প হতে অন্য কি সুযোগ-সুবিধা দিলে উনি আরও ভালো করতে পারতেন
১৬. ভালো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে পাঠাতে হবে (মোবাইলের ছবি গ্রহণযোগ্য নয়)

৪.৪(ঘ)বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বদলে দিল রাকিবের জীবন

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ ইউনিয়নের বাঐতারা গ্রামের কিশোর মোঃ রাকিব হাসান (১৪)। এই বয়সে ব্যাস্ত থাকার কথা পড়ালেখা আর খেলাধুলা নিয়ে। কিন্তু ভাগ্য তার পক্ষে নয়। গরীব পরিবারে জন্ম নেওয়া বাবা কোরবান আলীর কোন জমিজমা নেই। রিক্সা চালিয়ে কোনরকমে জীবন ধারন করেন। মা বিলকিছ বেগম তার ৩ ছেলে ২ মেয়েসহ ৭ জনের পরিবারের সাংসারিক কাজ একাই সামলে নেন। ইচ্ছা থাকা সত্তেও সন্তানের পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়া বাবা কোরবান আলীর পক্ষে খুব কঠিন হচ্ছিল।

রাকিব সবার বড় সন্তান। তাই সংসারের কষ্টের কথাও ভাবতে শুরু করে। তাই কিশোর বয়সেই পড়াশুনা বন্ধ করে ২০১৬ সালে প্রতিদিন ৫০ টাকা ও দুপুরের খাওয়ার বিনিময়ে সিরাজগঞ্জ সদরের কড্ডার মোড়ে মোটর সাইকেল ও সিএনজি গ্যারেজে শ্রমিকের কাজ নেয়। কোনরকমে দিন চলতে থাকে রাকিবদের পরিবারের।

মা বিলকিছ বেগম এনডিপি বাস্তবায়িত ঋণ সহায়তা কর্মসূচি'র সয়দাবাদ শাখার হাসনাহেনা উজ্জীবিত মহিলা সমিতির সদস্য। প্রকল্পের সদস্য হওয়ায় টেকনিক্যাল অফিসার মোঃ হাফিজুর রহমান বিলকিছ বেগমের সাথে তার সংসারের নিয়ে কথা বলে এবং রাকিব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। তিনি তখন রাকিবদের বাড়িতে গিয়ে রাকিবের বাবার কাছে প্রকল্প কর্তৃক ৯০দিন ব্যাপী মোটর সাইকেল মেরামত প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানান এবং রাকিবকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বলেন। তিনি সম্মতি দিলে রাকিব প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হন।

১৭.

রাকিব তার মালিকের গ্যারেজে সিএনজি মেরামত করছেন।

১৮. কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুলের মাধ্যমে ৯০ দিন ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করে রাকিব ফিরে আসেন আগের কর্মস্থলে। বদলে যায় জীবন। কোর্স পরবর্তী দক্ষতা দেখে গ্যারেজ মালিক রাকিবকে ৬ হাজার টাকা মাসিক বেতন ধার্য করে নতুনভাবে নিয়োগ দেন। ২০১৬ সালের শেষের দিকে কারিগরি বোর্ড থেকে চলে আসে রাকিবের প্রশিক্ষণ কোর্সে উত্তীর্নের সনদ। সনদ গ্যারেজ মালিককে প্রদর্শনের পরপরই মালিক তাকে খুশি হয়ে আরও ২ হাজার টাকা বেতন বাড়িয়ে দেন। চোখে মুখে তৃপ্তির ছায়া।

রাকিব বর্তমানে তার বেতন থেকে ৫ হাজার টাকা বাবা মাকে দেন এবং অবশিষ্ট ৩ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে থাকেন। বাবার আয় ও রাকিবের আয় মিলে সংসার ভালোভাবে চলতে থাকে। সঞ্চয়ের টাকা থেকে ৪ কক্ষ বিশিষ্ট একটি টিনের ঘর তৈরি করার পাশাপাশি ২টি ছাপড়া ঘর তৈরি

করেছেন। তার একটিতে রাখা হয় ২টি গরু। গরু ২টির বর্তমান মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। ভাইবোন সকলেই এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়,প্রাইভেট পড়ে এবং ভালো ফলাফল করছে। সকলের মুখেই এখন প্রাণের হাসি। রাকিব এখন নিজেই একটি গ্যারেজ করার স্বপ্ন দেখছে। রাকিব বলেন আমি যদি এনডিপি-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প কর্তৃক ৯০দিন ব্যাপী মোটর সাইকেল মেরামত প্রশিক্ষণের সুযোগ না পেতাম তাহলে আজ আমার এই আবস্থার কোন পরিবর্তন হতো না।তাই আমি এনডিপি-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আমার মত একজন অবহেলীত দরিদ্র পরিবারের সন্তান কে এত বড় একটি সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।আমি এনডিপি-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পটির সফলতা কামনা করি।

৪.৫ অনুদানের মাধ্যমে মডেল খামার স্থাপনঃ

ক. অনুদানের প্রদানের প্রক্রিয়াঃ

ক)মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন-১.সদস্যকে ৪টি মা ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।ছাগল পালনের জন্য একটি মাচা তৈরি করা হয়েছে।ছাগল/ভেড়াকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।

খ)কেঁচো সার(১৫০০ টাকা)-

১.সদস্যর কমপক্ষে একটি গরু আছে এমন সদস্যকে নির্বাচন করা হয়েছে। কমপক্ষে ২টি রিংয়ে কেঁচো সার উৎপাদন করা হয়েছে।ন্যুনতম ২০০০ কেঁচো দিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গ) গরু মোটাতাজাকরণ-

১.২বছর বয়সী কমপক্ষে ২টি ষাঁড় দিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে ৩-৪ মাস পালনের পর বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।নিয়মিত টিকা এবং কৃমির ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছে।

ঘ)ব্রয়লার পালন–

১.২০০টি ব্রয়লার দিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং নিয়মিত টিকা ও জীব-নিরাপত্তা মেনে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

ঙ) কেঁচো সার খামার এবং বসতবাড়িতে সবজি চাষ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের জন্য) (৫০০ টাকা)

১. সদস্যর কমপক্ষে একটি গরু আছে এমন সদস্যকে নির্বাচন করা হয়েছে।সদস্যর বাড়িতে সবজি চাষের উপযোগী জমি/জায়গা থাকতে হবে।

চ) আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি-

১.বেড এবং মাচা পদ্ধতিতে সবজি চাষ,কবুতর পালন,দোতলা পদ্ধতিতে মুরগী পালন,স্যানিটারী ল্যাট্রিন,গোড়া পাকা নলকুপ এবং ১টি গরু যাদের আছে তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে।

ছ) জমি বন্ধক ও বছরব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ -

১.সারা বছরব্যাপী সবজি চাষের জন্য ২ বছর মেয়াদী জমি বন্ধক নিশ্চিত করা হয়েছে।

জ) ক্ষুদ্র ব্যবসা-

১. নিঃশ্ব,বিধবা,তালাকপ্রাপ্ত অথবা প্রতিবন্ধি সদস্যকে নির্বাচন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।ন্যুনতম ১০০০ টাকা ঋণ প্রদান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঝ) কবুতর পালন-
১. কবুতর পালনে আগ্রহী সদস্য এবং যাদের বাড়িতে পূর্ব থেকেই কবুতর পালন চলে আসছে তাদেরকে নির্বাচন করা হয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য।
খ. অনুদানের জন্য সদস্য নির্বাচন মানদণ্ডঃক)মাচা পদ্বতিতে ছাগল পালন-
১.সদস্যকে অবশ্যই অতিনাজুক হতে হবে এবং নারী প্রধান খানা,বয়স্ক,প্রতিবন্ধি ব্রক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকা দেয়া হয়েছে।
খ)কেঁচো সার(১৫০০ টাকা)-
সদস্যকে অবশ্যই অতিনাজুক হতে হবে এবং নারী প্রধান খানা,বয়স্ক,প্রতিবন্ধি ব্রক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকা দেয়া হয়েছে।
গ) গরু মোটাতাজাকরণ-
১.সদস্যকে অবশ্যই অতিনাজুক হতে হবে এবং নারী প্রধান খানা,বয়স্ক,প্রতিবন্ধি ব্রক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকা দেয়া হয়েছে।
ঘ)ব্রয়লার পালন–
১.সদস্যকে অবশ্যই অতিনাজুক হতে হবে এবং নারী প্রধান খানা,বয়স্ক,প্রতিবন্ধি ব্রক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকা দেয়া হয়েছে।
ঙ) কেঁচো সার খামার এবং বসতবাড়িতে সবজি চাষ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের জন্য) (৫০০ টাকা)
চ) আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি-
১.সদস্যকে অবশ্যই অতিনাজুক হতে হবে এবং নারী প্রধান খানা,বয়স্ক,প্রতিবন্ধি ব্রক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকা দেয়া হয়েছে।
ছ) জমি বন্ধক ও বছরব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ -
১.সদস্যকে অবশ্যই অতিনাজুক হতে হবে এবং নারী প্রধান খানা,বয়স্ক,প্রতিবন্ধি ব্রক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকা দেয়া হয়েছে।
১.সদস্যকে অবশ্যই অতিনাজুক হতে হবে এবং নারী প্রধান খানা,বয়স্ক,প্রতিবন্ধি ব্রক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকা দেয়া হয়েছে।
জ) ক্ষুদ্র ব্যবসা-
১.সদস্যকে অবশ্যই অতিনাজুক হতে হবে এবং নারী প্রধান খানা,বয়স্ক,প্রতিবন্ধি ব্রক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকা দেয়া হয়েছে।
গ. বছরওয়ারী অনুদানের মাধ্যমে মডেল খামার স্থাপন সংক্রান্ত ছক: (এক প্যারার মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে)

ক্র: নং	অনুদানের খাত	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		মোট	
		ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
১	মাচাপদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন	০	২	০	৩০	০	১০	০	১৭	০	৩৫	০	৫	০	১০০
২	কেঁচো সার (১৫০০ টাকা)	০	৪	০	৩০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৩৪
৩	গরু মোটাতাজাকরণ	০	২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২
৪	কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	ব্রয়লার পালন	০	২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২
৬	লেয়ার পালন	০	০		০	০		০	০	০	০	০	০	০	০
৭	কেঁচো সার খামার এবং বসতবাড়িতে সবজি চাষ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের জন্য) (৫০০ টাকা)	০	০	০	০	১০	২৫০	৫	১২৫	০	০	০	০	১৫	৩৭৫
৮	নার্সারী	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি	০	০	০	০	০	১০	০	৮	০	০	০	০	০	১৮
১০	জমি বন্ধক ও বছরব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ	০	০	০	০	০	৪	০	০	০	০	০	০	০	৪
১১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	০	০	০	০	০	০	০	৫	০	৪	০	০	০	৯
১২	কবুতর পালন	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২	৫০	২	৫০
১৩	দেশী মুরগী পালন	০	০	০		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট		০	১০	০	৬০	১০	২৭৪	৫	১৫৫	০	৩৯	২	৫৫	১৭	৫৯৪

ঘ. অনুদানপ্রাপ্ত সফল সদস্যদের কেস স্টাডি (প্রতিটি অনুদান প্রাপ্ত খাতে কমপক্ষে ১টি করে)। কেস স্টাডিটি বিবরণ মূলক সৃজনশীল হতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

১. সদস্য ও তার স্বামীর নাম
২. পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও ঠিকানা
৩. জমির পরিমাণ (বাড়ীর ভিটাসহ)
৪. অনুদানপ্রাপ্তির পূর্বে অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তি (গরু, ছাগল, মুরগী, সাইকেল, ভ্যান, রিকসা ইত্যাদি)
৫. অনুদানপ্রাপ্তির আগে কি করতো এবং তখন কত আয় হতো
৬. অনুদানপ্রাপ্তির আগে ঋণ ও সঞ্চয় কত ছিল
৭. অনুদানের জন্য সদস্যকে কেন নির্বাচন করা হয়েছিল
৮. অনুদান কবে প্রদান করা হয়েছে
৯. বর্তমান আয় কত
১০. আয় বেড়ে থাকলে তা কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করেন
১১. অনুদানপ্রাপ্তির পরে অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তি
১২. অনুদানপ্রাপ্তির পরে সঞ্চয় ও ঋণ কত?
১৩. পূর্বেক্ষা অধিক ঋণ নিয়ে থাকলে কোন খাতে বিনিয়োগ করেছে?
১৪. প্রকল্প হতে অন্য কি সুযোগ-সুবিধা দিলে উনি আরও ভালো করতে পারতেন
১৫. ভালো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে পাঠাতে হবে (মোবাইলের ছবি গ্রহণযোগ্য নয়)

৪.৫(ঘ)মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে পারভীনের সফলতা

পারভীন বেলকুচি উপজেলার চররিশিবয়ড়া গ্রামের মো.আলম সরকারের স্ত্রী। পারভীন এর স্বামী একজন মানষিক রোগী।তবে আগে তিনি এমন ছিলেন না। পারভীন জানান যে আলম আগে সুস্থ ছিলেন।সংসারের সমস্তকাজই তিনি করতেন।নিজের জমি না থাকায় তিনি তাতের কাজ করে সংসার চালাতেন। কিন্তু কি থেকে যে কি হয়ে গেল পারভীন কিছুই বলতে পারেন না। তার স্বামীর অসুস্থতার কারনে পারভীন সুতার কাজ করে সংসার চলাতেন।তার পরিবারে তিনটি মেয়ে ও দুইটি ছেলে রয়েছে।আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারনে ছেলে ও মেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছিলেন না।তার এই অভাবের সংসারে পাশে দাড়ানোর মত কেউ ছিল না।পারভীন মাঝে মাঝে দুচোখের জ্বল ফেলে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়তেন।ভাবতেন তিনি কখনই এই অবস্থা থেকে বের হতে পারবেন না।

পারভীন এনডিপি তামাই শাখার সরলতা মহিলা সমিতির একজন সদস্য। চররিশিবয়ড়া গ্রামে এনডিপি-ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের কাজ চলমান ছিল। গ্রামের সমিতিতে নিয়মিত উপস্থিত হতেন পারভীন।এরই ধারা বাহিকতায় মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের মধ্যমে আর্থিক অনুদান আসে।প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার বিভিন্ন ভাবে যাছাই বাছাই করে পারভীন কে অনুদানের জন্য নির্বাচন করেন।৮,০০০টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় পারভীনকে। পারভীনের বাড়ীতে আগে থেকেই দুইটি মা ছাগল ছিল আর প্রকল্প হতে আরো দুইটি মা ছাগল ক্রয়করে দেয়াহয়।সেই সাথে সুন্দর একটি মাঁচা তৈরী করেন পারভীন ছাগলের জন্য। মোট চারটি ছাগল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন পারভীন। প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার এর বিভিন্ন পরামর্শে তার ছাগল গুলো সুস্থ্ ও সুন্দর হয়ে উঠে।একে একে প্রতিটি মা ছাগল বাচ্চাদিতে থাকে।পারভীনের ছাগলের সংখ্যাও বাড়তে তাকে।এভাবে তার ছাগলের সংখ্যা মোট ৮টি হয়।পারভীন মা ছাগল রেখে পাঠা গুলো বিক্রিকরে দেন।পারভীন এতে অল্প সময়ে বেশি লাভ দেখতে পান তাই তিনি অন্যের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দেন।ছাগল নিয়েই তার সময় কাটতে থাকে।এখন তার বাড়ীতে মোট ১০টি ছাগল রয়েছে। ছাগল হতে তার যে আয় হচ্ছে তা দিয়ে স্বামীর চিকিৎসার খরচ ও সংসার খরচ চলে যাচ্ছে।পারভীন এর ছেলে ও মেয়েরা এখন স্কুলে যাচ্ছে। পারভীন ছাগল পালনের মধ্যমে নিজের ও পরিবারের অবস্থা পরিবর্তন করেছেন।তিনি তার এই পরিবর্তনশীল মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন এর খামারটি আরো বড় করতে চান।তার স্বপ্ন এখন আরো বড় ।তিনি এই মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের ব্যাবসাকে ধারন করতে চান পারম যত্নে।

৪.৫(ঘ)রুবিয়া এখন অন্য নারীর প্রেরণা

রুবিয়ার বাড়ী বেলকুচি উপজেলার আমবাড়িয়া গ্রামে।তার পরিবারে তিন মেয়ে ও দুইটি ছেলে রয়েছে। রুবিয়ার স্বামী দীর্ঘদিন যাবৎ হাপানী রোগে ভুগছিলেন। রুবিয়া মানুষের বাড়ীতে কাজ করে সংসারের খরচ বহন করতেন।আর্থিক অবস্থা খারাপ

হওয়ার কারনে সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারছিলেন না।রুবিয়া এনডিপি তামাই শাখার আশার আলো উজ্জীবিত মহিলা সমিতির একজন সদস্য।মোঃ আজম খান (পিও-টেকনিক্যাল) যখন রুবিয়া বেগমের(৩৫) বাড়িতে যান তখন তিনি অসুস্থ স্বামীর পরিচর্যা করছিলেন। বাড়িতে ঢুকতে রুবিয়া আপা বাড়িতে আছেন বলে ডাক দিতেই তিনি বের হয়ে এসে আজমকে বসতে দিলেন। আজম খেয়াল করে দেখেন।স্বামী বাড়ির উঠানে অসুস্থ শরীরে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতেই রুবিয়া বেগম বললেন- আল্লাহ ভালোই রাখছে। আমরা গরীব মানুষ, কত আর ভালো থাকবো? স্বামী অসুস্থ, টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। ছেলে মেয়েদের ঠিকমত পড়ালেখা করাতে পারছি না। যাইহোক, কিসের জন্য এসেছেন বলেন? আজম বললেন, আপা আপনি তো আমাদের সদস্য। শুনলাম ভাই অসুস্থ. তাই আপনার সাথে একটু কথা বলতে এসেছি। কথা বলার এক পর্যায়ে তাকে মুদি দোকানের
ব্যবসার প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হয়ে যান।

প্রকল্পের সাথে আছেন ৩ বছর। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৭ সালের মে মাসে ৮ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে মুদি দোকানের ব্যবসা দাড় করাতে সহায়তা করা হয়। শুরু হয় অন্য জীবন। বেচা বিক্রি ভালো হতে থাকে। মাসে সব খরচ বাদে ৮-৯ হাজার টাকা আয় হয়। মনে জোর আসে। স্বামীর চিকিৎসার পাশাপাশি ছেলে মেয়েরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে। কিছু কিছু করে সঞ্চয়ও করেন। দোকানের ব্যবসা বড় হতে থাকে। কিছুদিন আগে ৩-৪ হাজার টাকা খরচ করে মুদি দোকানের সাথে একটি চায়ের দোকান দিয়েছেন। বর্তমানে দোকানের পুঁজি ৪০,০০০ হাজার টাকা। নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন তিনি। ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত করতে চান। মানুষের মত মানুষ বানাতে চান। স্বামীর চোখেও আনন্দাশ্রু।

৪.৫(ঘ) মাহেলার আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি

মাহেলার সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উজেলার হাটিকুমরুল্ ইউনিয়নের তারুটিয়া গ্রামে বসবাস। মাহেলার স্বামী কৃষি কাজ করেন। দুই ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে তাদের সংসার।এত বড় সংসারের খরচ যোগাতে হিমসিম খেতেন মাহেলার স্বামী।কারন তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাএ উপার্জনকারী।মাহেলা নিজে তাই ভাবতেন যদি কিছু একটা করতে পারতেন তাহলে পরিবারের অভাব দূর করা সম্ভব হত। মাহেলা এনডিপি হাটিকুমরুল্ শাখার একজন সদস্য । তার গ্রামে উজ্জীবিত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল।।সদস্যদের বাড়ির আশেপাশের পতিত জায়গাগুলোকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে ইউপিপপি উজ্জীবিত প্রকল্পটি আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। এতে পুষ্টির পাশাপাশি সংসারের জন্য বাড়তি আয়ের উৎস তৈরি হচ্ছে এবং বাড়ির সৌন্দর্য বাড়ছে।
কার্যক্রমটির আওতায় পরিবারের সদস্যদের কে ৮,০০০ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান হবে।মাহেলা তার চিন্তার সাথে মিলিয়ে নিয়ে এই কার্যক্রমের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে চান। মাহেলার সাথে যোগাযোগ করে তার বাড়িটি পরিদর্শন করেন প্রকল্প কর্মকর্তারা।তার বাড়িটি নির্বাচন করা হয়।

আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি তৈরিতে নিম্নে বর্ণিত কম্পোনেন্টগুলো বাস্তবায়ন করা হয়:

১. বসবাসের ঘর,
২. গরু হৃষ্টপুষ্টকরন
৩. বেডে সবজি চাষ
৪. মাচায় সবজি চাষ
৫. কবুতর পালন
৬. ভার্মি কম্পোষ্ট
৭. মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন
৮. দোতলা পদ্ধতিতে মুরগী পালন
৯. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা
১০. গোড়া পাকা টিউবওয়েল (আর্সেনিকমুক্ত)
১১. টিপিট্যাপ পদ্ধতি
১২. আদর্শ পুকুর
১৩. ফুলের বাগান
১৪. ফলজ বৃক্ষ

আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ির চারপাশের অবস্থাগুলো উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সাথে মিলরেখে সবকিছু পরিবর্তন করা হয়। মাহেলার আদর্শ উজ্জীবিত বাড়িতে শাকসবজী ও ফলমূল বিক্রী হতে থাকে ।সেইসাথে তার বাড়িটি সুন্দর ভাবে সেজে উঠে।এভাবে তার পথ চলার শুরু।তার কাজে তার স্বামী ও সহযোগীতা করেন।মাঝে মাঝে তার ছেলেমেয়েরা ও সাহায্য করে থাকে।এখন তার আদর্শ উজ্জীবিত বাড়িরটি শুধু সুন্দর বাড়িই না একটি উৎপাদন মুখী বাড়ি।মাহেলা তার পরিবার কে নিয়ে এখন অনেক সুখি।তার আর কোন অভাব নেই।

উজ্জীবিত বাড়ী-মোছাঃ মাহেলা খাতুন

৪.৬ সফল সেলাই ও বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের উপকরণ: (এক প্যারার মধ্যে টেবিলের বিবরণ প্রদান করতে হবে এবং উপকরণ প্রদানের জন্য সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন করেছে তার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে)।

১.পিকেএসএফ থেকে প্রেরিত প্রদত্ত ফরমেট যথাযথভাবে অনুসরন করে সদস্য বাছাই করা হয়েছে।

ক্র: নং	বিষয়	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	সর্বমোট সংখ্যা
	সফল সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য (জন)	০	৭	১৬	৮	৪	০	৩৫
	সফল বৃত্তিমূলক/কারিগরিপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য (জন)	০	০	০	১৫	০	০	১৫
মোট		০	৭	১৬	২৩	৪	০	৫০

৫.স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

৫.১ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যঃ (১ প্যারা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের বিবরণ প্রদান করুন)

৫.২ সেবা গ্রহণকারীর বিবরণ: (১ প্যারার মধ্যে নিম্নের টেবিলের সারর্মম প্রদান করুন)

ক্র: নং	বিষয়	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	সর্বমোট সংখ্যা
১	তালিকাভুক্ত গর্ভবতীমহিলা (জন)	৮৭৪	১৬৭৬	১৮৯৩	১৫১২	২০৬৫	১৫৩	৮০২০
২	গর্ভবতীমহিলাপরিদর্শন-চেকআপ (বার)	৯৬৩	২১৩৬	২২৮০	২০৫৫	২৫৯০	৯৭৯	১১০০৩
৩	হাসপাতাল/ক্লিনিকে সিজারের মাধ্যমে ডেলিভারী হয়েছে (জন)	০	১২	২২	১৮	১৫	১০	৭৭
৪	হাসপাতাল/ক্লিনিকে স্বাভাবিক ডেলিভারী হয়েছে (জন)	১	১৭	২৫	২১	২৮	১৩	১০৫
৫	প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে বাড়ীতে ডেলিভারী হয়েছে (জন)	৭	১২	২৩	২৭	২০	১৮	১০২
৬	ঝুঁকি তহবিল থেকে ডেলিভারীর জন্য সহায়তা করা হয়েছে (জন)	০	০	০	০	৬১	১৮	৭৯
৭	তালিকাভুক্তদুগ্ধদানকরী মায়ের সংখ্যা (জন)	৫১০	৯৬৫	১০৫১	১২০৭	১০১৯	১২৯৫	৬০৪৭
৮	দুগ্ধদানকরী মায়ের পরিদর্শন-চেকআপ (বার)	৭৭৫	২০৩২	২৭৯২	২৪৩৫	২৭৭১	৩১২৯	১৩৯৩৪
৯	তালিকাভুক্ত ০-২৩ মাস বয়সী শিশু (জন)	৬৭৯	১৭৭৪	২৫৯০	২৩৭০	২৫৯৫	২৯৩১	১২৯৩৯
১০	পরিদর্শনকৃত ০-২৩ মাস বয়সী শিশু(বার)	১২৬৫	৩৩৮৬	৩২৮৫	৩০৯৫	৩৬৭০	৩০৯৫	১৭৮৯৬
১১	তালিকাভুক্ত২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশু (জন)	৪৮০	১৪৭৫	২১৭৬	২২৯২	২২৮৫	২১৪৫	১০৮৫৩
১২	পরিদর্শনকৃত ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশু(বার)	১৭৭৮	৩৫৪৮	৩৭৭০	৩৮৬৫	২৪৮৬	২৭৭৯	১৮২২৬

৫.৩ অপুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য: (১ প্যারার মধ্যে নিম্নের টেবিলের সারমর্ম প্রদান করুন)

ক্র: নং	বিষয়	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সর্বমোট সংখ্যা

ক্র: নং	বিষয়	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সর্বমোট সংখ্যা
১	অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলা সংখ্যা (মুয়াক<২৩ মুয়াক)	২৫	১৮	৯	১০	৩	১	৬৬
২	অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত দুগ্ধদানকারী মায়ের সংখ্যা (মুয়াক<২৩ মুয়াক)	৩০	২২	২৪	১৬	৫	২	৯৯
৩	মাঝারী অপুষ্টিতে আক্রান্ত ০-২৩ মাস বয়সী শিশু সংখ্যা (মুয়াক<১২.৫ মুয়াক)	২৫	২০	১৩	১২	৫	০	৭৫
৪	তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত ০-২৩ মাস বয়সী শিশুসংখ্যা (মুয়াক<১১.৫ মুয়াক)	২০	১৫	১০	১০	৫	১	৫১
৫	হাসপাতালে ভর্তিকৃত তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত ০-২৩ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা	১৫	৯	১২	৫	৫	১	৪৭
৬	মাঝারী অপুষ্টিতে আক্রান্ত ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা (মুয়াক<১২.৫ মুয়াক)	২৬	৩০	১৭	১৩	১১	৩	১০০
৭	তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত ২৪-৫৯ মাসবয়সীশিশুরসংখ্যা(মুয়াক<১১.৫ মুয়াক)	৫	৫	৪	৩	২	০	১৯
৮	হাসপাতালে ভর্তিকৃত তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত ২৪-৫৯ মাসবয়সী শিশুর সংখ্যা	৫	৫	৪	৩	০	১	১৮
৯	ডায়রিয়া আক্রান্ত ০-৫৯ বছরবয়সী শিশুর সংখ্যা	১০৪	৫৫	৬৬	৪২	৩৮	২০	৩২৫
১০	শুধু ওরস্যালাইন খাওয়ানো (ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা)	২০	৩৭	৪২	৬৬	৫৫	১০৪	৩২৪
১১	ওরস্যালাইন ও জিংক ট্যাবলেট খাওয়ানো (ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা)	২৩	৪০	৩২	৩৯	৪৫	৪০	২১৯
১২	মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা	০	১	০	০	১	০	২
১৩	৫ বছর বয়সের নীচে মৃত শিশুরসংখ্যা	৪	৫	১	২	১	০	১৩
১৪	সদস্যদেরবাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাপ নিশ্চিতকরণের সংখ্যা	০	১৩২০	১৭১৩	২২২০	৪৫৬৭	৩৭৫০	১৩৫৭০

৫.৪ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত দলীয় কার্যক্রম: (১ প্যারার মধ্যে নিম্নের টেবিলের সারর্মম প্রদান করুণ)

ক্র.নং	বিষয়	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সর্বমোট সংখ্যা
১.	পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক দলীয় আলোচনা সভার সংখ্যা	১১৭২	৩৯২৫	৩৯৪৮	৩৮৯১	৪২১৫	৩৭৫৭	২০৯০৮
২.	পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক দলীয় আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীর মোটসংখ্যা	১৯০৫৫	৫৪০০৯	৬৫৯৪৬	৬৬৯৭২	৬৭৫৯৮	৫১৬৩৪	৩২৫২১৪
৩.	কিশোরী ক্লাবের সংখ্যা	০	০	০	১০	২৮	৪	৪২
৪.	কিশোরী ক্লাবে সদস্য সংখ্যা	০	০	০	১৬৫	৭৩৭	১০৬	১০০৮
৫.	কিশোরী ক্লাবে পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন সংখ্যা	০	০	০	৮৬	৮৮৬	৮৮	১০৬০
৬.	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফোরাম ও পুষ্টিকর্ণার সংখ্যা	০	০	০	১৫	১৮	৭	৪০
৭.	নির্বাচিতমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা	০	০	০	৫৭৭৫	৬৮৪২	২৫০৯	১৫১২৬
৮.	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফোরামেপুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেশনসংখ্যা	০	০	০	২৩৩	৪০৫	৬২	৭০০
৯.	প্রাথমিক বিদ্যালয় ফোরাম ও পুষ্টি কর্ণার সংখ্যা	০	০	১০	১০	১০	৩	৩৩
১০.	নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়েছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা	০	০	১৮২৩	২৩০৫	২৭৬৮	১২১৫	৮১১১
১১.	প্রাথমিক বিদ্যালয় ফোরামেপুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেশনসংখ্যা	০	০	৭১	২১০	২৫৫	২২	৫৫৮

ক্র.নং	বিষয়	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সর্বমোট সংখ্যা
১২.	পরিদর্শনকৃত ঝরেপড়াশিশুরসংখ্যা	০	০	২৮	৪৫	১০	১	৮৪
১৩.	পুনরায় স্কুলেভর্তিকৃত শিশুরসংখ্যা	০	০	১৬	৩৮	৯	১	৬৪
১৪.	পুষ্টিগ্রামেরসংখ্যা	০	০	০	০	২৮	০	২৮
১৫.	গাছেরচারাবিতরণসংখ্যা	০	০	০	০	৬১৫২	০	৬১৫২
১৬.	গাছেরচারাগ্রহণকৃত পরিবারসংখ্যা	০	০	০	০	৩৭৮০	০	৩৭৮০
১৭.	রক্তের গ্রুপনির্ণয়ক্যাম্পসংখ্যা	০	০	০	৯	১৪	১২	৩৫
১৮.	রক্তের গ্রুপনির্ণয়করাহয়েছেসংখ্যা (জন)	০	০	০	২১৪২	৩৫৬২	৩০৩১	৮৭৩৫
১৯.	স্বাস্থ্য ক্যাম্পসংখ্যা	০	০	০	৮	৬	০	১৪
২০.	স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীরসংখ্যা (জন)	০	০	০	১৪৮০	১১৭৬	০	২৬৫৬
২১.	কমিউনিটিক্লিনিকের সাথে সংযোগসভাসংখ্যা	০	০	০	০	৮	৫	১৩
২২.	কিশোর ক্লাবের সংখ্যা	০	০	০	০	০	১	১
২৩.	কিশোর ক্লাবের সদস্য সংখ্যা	০	০	০	০	০	৩৯	৩৯
২৪.	কমিউনিটিইভেন্টেরআওতায়বিভিন্ন দিবসউদযাপনসংখ্যা	০	১	৪	২	২	১	১০

৫.৫ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত উপকরণ বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম: (১ প্যারার মধ্যে নিম্নের টেবিলের সারমর্ম প্রদান করুন)(সংখ্যা/টি)

ক্র.নং	উপকরণ	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সর্বমোট সংখ্যা
১.	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মনিটরিং কার্ড বিতরণ			১০	৫০	১০০		১৬০
২.	১০০০ দিনের পোষ্টারবিতরণ	০	০	২৩০	০	১৭৫	০	৪০৫
৩.	পুষ্টি লুডু বিতরণ	০০	০	০	০	১১৫	০	১১৫
৪.	বিপি মেশিন (প্রেসারমাপা) বিতরণ	১০	০	০	০	২৮	৫	৪৩
৫.	গ্লুকোমিটারবিতরণ	০	০	০	০	২৮	০	২৮
৬.	কিশোরী ক্লাবে উপকরণ প্রদান	০	০	০	১০	২৮	৪	৪২
৭.	কিশোর ক্লাবে উপকরণ প্রদান	০	০	০	০	০	১	১
৮.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি কর্ণার স্থাপন	০	০	০	১০	১০	৩	২৩
৯.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি কর্ণার স্থাপন	০	০	০	০	১৮	৭	২৫
১০.	আলোর কারখানা (কমিউনিটি লাইব্রেরি)	০	০	০	০	০	২০	২০

৫.৬ ১০০০ দিনের সেবাপ্রাপ্ত ছবিসহ ১ জন সদস্যের কেসস্টাডি প্রদান করতে হবে। কেস স্টাডিটি বিবরণমূলক সৃজনশীল হতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

১. সদস্যের বিস্তারিতপরিচিতি
২. সদস্যেও পরিবারেরসদস্য ও আর্থসামাজিক তথ্যের বিবরণ
৩. গর্ভবতীমহিলারবয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা
৪. গর্ভবতীমহিলারপারা ও গ্রাভিডাসংক্রান্ত তথ্য
৫. প্রকল্পহতেকিকি সেবাও উপকরণ পেয়েছে
৬. রেজিস্টার্ড ডাক্তার বাহাসপাতালেANCওPNCচেকআপসংক্রান্ত তথ্য
৭. গর্ভকালীনসময়েওজন, উচ্চতা, মুয়াক, ইডিমা, রক্তস্বল্পতা, তাপমাত্রা ও মোটওজনবৃদ্ধিরবিবরণ
৮. আয়রণ-ফলিকএসিড ও ক্যালসিয়ামগ্রহণের তথ্য
৯. টিটিটিকাসংক্রান্ত তথ্য
১০. গর্ভকালীন কোনবিপদ চিহ্ন ও জটিলতাসংক্রান্তবিষয়াদি
১১. গর্ভকালীন ও সন্তানপ্রসবের পর মায়েরখাদ্যাভাস ও বিশ্রামসংক্রান্ত তথ্যাদি

১২. গর্ভকালীনসময়েপরিবারেরঅন্যান্য সদস্যরাসহায়তাপূর্ণ মনোভব পোষণকরে কিনা
১৩. সন্তানপ্রসবসংক্রান্ত তথ্য (স্থান, সহায়তাকারী, জন্ম ওজনইত্যাদি)
১৪. সন্তানকে (শালদুধ, শুধুমাত্রবুকের দুধ, বাড়তিখাবার) খাওয়ানো তথ্য(IYCFগাইডলাইনঅনুসারে)
১৫. সন্তানেরটিকাপ্রদান
১৬. সন্তানেরওজন ও উচ্চতাবৃদ্ধিও পর্যবেক্ষণ
১৭. সন্তানেরডায়রিয়া ও নিউমোনিয়াসংক্রান্ত তথ্য
১৮. পরিবারেরস্যানিটেশন, হাতধোয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নিরাপদ পানিরব্যবহার
১৯. যদি পূর্বে সন্তানপ্রসবকরে থাকেনতাহলে উপরোক্ত বিষয়গুলোরঅবস্থা কেমনছিল
২০. ১০০০ দিনেরপ্যাকেজেআরোকিকি সেবাপ্রদানকরা যেতেপারে
২১. ভালমানেরছবিসংযুক্ত করতেহবে।

(৫.৬) ১,০০০ দিনের সেবা

শ্রীমতি লাবনী রানী মন্ডল, স্বামী শ্রী পলাশ মন্ডল, গ্রাম-দুখিয়াবাড়ী,ইউনিয়ন-সয়দাবাদ,উপজেলা-সিরাজগঞ্জ সদর , জেলা.সিরাজগঞ্জ। সে ডালিয়া উজ্জীবিত মহিলা সমিতির একজন সদস্য ।তার পরিবারে শ্বশুড় ,শ্বাশুড়ি, স্বামী,পুএ ,দেবর,ভাবি,ভাসুর সহ মোট আটজন সদস্য। লাবনীর আর্থিক অবস্থা ছিল অস্বচ্ছল তার ভাসুর ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী ।তার স্বামী ছিলেন বেকার একজন ব্যক্তি ।পরিবারটির আর্থিক অবস্থা নিম্নমানের হওয়ার কারনে অতিকষ্টে তাদের দিন চলতে থাকে। লাবনী এরই মাঝে গর্ভবতী হয়েপড়েন। লাবনীর তখন বয়স ছিল ২০ বছর আর শিক্ষাগত যোগ্যতাছিল ৭ম শ্রেনী পর্যন্ত ।গর্ভকালীন তার প্যারা এক্স গ্রাভিডতাকে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সোস্যালগন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মনিটরিং কার্ডদেন ।সেইসাথে রেজিষ্টার ডাক্তারের কাছে এএনসি,পিএনসি চেকাপকরেন।

ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প থেকে সোস্যালগন ওজন,উচ্চতা,মুয়াক,ইডিমা,রক্তস্বল্পতা,তাপমাএা,ইত্যাদি যেন স্বাভাবিক থাকে সেজন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষনে রাখেন ।গর্ভকালীন সময়ে ওজন শুরুতে ৪৮ কেজি এবং প্রশবের আগে ৫৬ কেজি ওজন স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি হয় ।মোট ওজন বৃদ্ধি স্বাভাবিক ৭-৮ কেজির মধ্যেই হতে থাকে। গর্ভকালীন ৩ মাস থেকে প্রতিদিন একটি করে আয়রন ফলিক এসিড এবং ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট সেবন করতেন,ও প্রসব পরবর্তী ৬ মাস সেবন করেছেন ।সেই সাথে সঠিক সময়ে টিটি টিকা নিয়েছেন। লাবনী গর্ভকালীন কোন জটিলতা দেখা দেয়ার সাথে সাথে প্রকল্পের সোস্যালগন ও রেজিষ্টার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেছেন,এবং হাসপাতালে গিয়ে সেবা নিয়েছেন। লাবনী গর্ভকালীন সময়ে সঠিক খাদ্যভাস ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতেন। এছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্য সহায়তাপূর্ন মনোভাব পোষন করতেন। লাবনীর বাচ্চার জন্মহয় তার বাড়ীতেই এবং প্রসব ব্যাথা ওঠার সাথে সাথে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ধাত্রী দ্বারা তার বাচ্চা প্রসব করানো হয় ।সন্তান জন্মের একঘন্টার মধ্যে বাচ্চাকে শালদুধ খাওয়ান এবং পরবর্তী ৬মাস শুধুমাএ মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। পরবর্তী ৬মাস থেকে ২বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি সম্পূরক খাবার খাওয়ানো হয়। শিশু জন্মের ৪২ দিন পর হতে ১৫ মাস পর্যন্ত শিশুর সব টিকা টিকা কেন্দ্রেগিয়ে নিয়মিত টিকাগুলো দিয়ে আনতেন ।নিয়মিত শিশুটির ওজন ,উচ্চতা ঠিক আছে কিনা তা চেকাপ করাতেন। শিশুকে খাওয়ানোর আগে নিয়মিত হাত ধুয়ে নিতেন ।দুখিয়াবাড়ী গ্রামে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প কাজ করার আগে অনেকের গর্ভকালীন জটিলতা ,অপুষ্টি,ডায়রিয়া,নিউমোনিয়া,ইত্যাদির কারনে শিশু মৃত্যুরহার বেশি ছিল ।এখন প্রকল্পে কাজের ফলে সচেতনতা বৃদ্ধির কারনে এই সমস্যা এখন নেই বললেই চলে। তাই ১,০০০ দিনের স্বাস্থ ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতাই দিতেপারে মা ও শিশুর সুস্য ও সুন্দর জীবন।

৫.৭স্কুল ফোরামের ওপর ছবিসহ ২টি কেসস্টাডি (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য দু'টি পৃথক কেস স্টাডি) প্রদান করতে হবে। কেস স্টাডিটি বিবরণমূলক সৃজনশীল হতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

১. বিদ্যালয়েরবিস্তারিতবিবরণ
২. বিদ্যালয় ফোরামেকিকিউপকরণপ্রদানকরাহয়েছে
৩. প্রকল্পকর্মকর্তা ফোরামেকিকিকাজকরেন
৪. বিদ্যালয় ফোরামেরছাত্র-ছাত্রীরাকিকিকাজকরে থাকেন
৫. বিদ্যালয় ফোরামেশিক্ষক ও কমিটিকিভাবে ফোরামেরকার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত থাকেন
৬. ফোরামেপ্রদানকৃত উপকরণসমূহকিকিকাজেব্যবহারকরাহচ্ছে
৭. ছাত্র-ছাত্রীরাপুষ্টিগতঅবস্থাসম্পর্কে জানেকিনাএবংপুষ্টিগতঅবস্থানির্ণয়করতেপারে কিনা
8. Sample ভিত্তিকছাত্র-ছাত্রীদেরপুষ্টিগতঅবস্থামনিটরিংকরা হয় কিনা
৯. ছাত্র-ছাত্রীরাখাদ্যাভাস, স্যানিটেশন ও হাইজিনসম্পর্কে কোনপরিবর্তনলক্ষ্য করাযায়কিনা
১০. টিটিটিকা ও কৃমিনাশকগ্রহণেরঅবস্থা
১১. বয়সন্ধিকালেরযত্নসম্পর্কে ধারণা ও পরিবর্তন
১২. বিদ্যালয়েকিকিদিবসপালনকরাহয়েছে

১৩. বিদ্যালয়েরছাত্র-ছাত্রীদেরপুষ্টিগতঅবস্থার কোনপরিবর্তনলক্ষ্য করাযায়কিনাএবং কেমনপরিবর্তনলক্ষ্য করাযাচ্ছে
১৪. ছাত্র-ছাত্রীদেরমধ্যে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধি পেয়েছেকিনা, পেলে কেমন পেয়েছে
১৫. বিদ্যালয় ফোরামেআরোকিকি সেবাপ্রদানকরা যেতেপারে
১৬. বিদ্যালয় ফোরামেরবিভিন্নকার্যক্রমেরভালমানেরছবি সংযুক্ত করতেহবে।

(৫.৭)মাধ্যমিক স্কুল ফোরাম

মফিজ উদ্দিন তালুকদার স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়,গ্রাম.আলোকদিয়ার,থানা.কামারখন্দ,জেলা. সিরাজগঞ্জ।মোট ছাত্র ৪৯০এবং ছাত্রী ৫৮২জন।মোট শিক্ষক ১৫ জন।বিদ্যালয়টিতে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প থেকে উচ্চতা মাপার চার্ট একটি,খাদ্যতালিকা মাপার চার্ট একটি,ডিজিটাল ওজন মাপার মেশিন একটি প্রদান করা হয়।প্রত্যেক শ্রেনী থেকে ৪জন করে ৫টি শ্রেনী থেকে মোট ২০জন কে নিয়ে একটি কমিটি তৈরী করা হয়।প্রতিমাসের নির্দিষ্ট একটি দিনে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সোস্যালগন তাদেরকে পাঠদান করে থাকেন।উক্ত বিদ্যালয়ে বছরে মোট ১২টি বিষয় ভিত্তিক সেশন পরিচালনা করা হয়।এই ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক আবার তাদের নিজ নিজ ক্লাশে গিয়ে বিষয় ভিত্তিক সেশন পরিচালনা করে থাকে।সোস্যালগন যখন সেশন নিতে যান তখন ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দিবস

পালনে সহযোগীতা করেন ও বিভিন্ন কার্যক্রমে তারা অগ্রনী ভুমিকা পালন করে থাকেন।সোস্যালগন প্রকল্পের উপকরন গুলো কী কী কাজে ব্যাবহার করা হয় তা শিখান যেমন ভিটামিনের জন্য কোন চার্ট ব্যবহার কারা হয়,কিভাবে থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমত্রা নির্ণয়করা হয়,পুষ্টি চার্ট ব্যবহার করে কিভাবে ১০০% পুষ্টিগত অবস্থা জানা যায়,এছাড়া সোস্যালগন তাদের স্যানিটেশন ,খাদ্যভাস, হাইজিনিং ইত্যাদি সম্পর্কে সেবা দিয়ে থাকে। উচ্চমাধ্যমিকের সকল ছাত্রীদের ১০০% টিটি টিকা ও সকলকেই বছরে ২বার কৃমিনাশক ট্যাবলেট নিশ্চিত করন সাথে পরিবারের সকলের কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো নিশ্চিত করেন।বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলো তারা এখন চিহ্নিত করতে পারে ও সমাধান করতে পারে।এছাড়া মাসিকের সময় তারা ন্যাপকিন ব্যবহার করে।এছাড়া এই বিদ্যালয়টিতে মোট ৩১টি দিবস পালন করা হয়েছে।ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রকল্পের কাজের আগে যে সমস্যাগুলো ছিল এখন আর এই সমস্যাগুলো দেখা যায় না। এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সোস্যালগন এর কাজের ভুমিকা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। বিদ্যালয়টিতে যে সব সেবা দেওয়া হয়েছে তা হল-খাওয়ার আগে হাত ধোয়,পরিপাটি থাকা,বিভিন্ন ফলের ভিটামিন ও গুনগত মান জানা,সকল কিশোরীদের টিটি টিকা নিশ্চিত করা,নিজের ব্লাড গ্রুপ সম্পর্কে জানা,নিয়মিত নখ কাটা,স্যানেটারী ন্যাপকিন ব্যবহারকরা ইত্যাদি।বর্তমান সময়ে আরো যে সব সেবা দেয়া যেতে পারে-বিনামুল্যে কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরন করা,তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত ট্রেইনিং ,শিক্ষক সমাবেশ করা,অভিবাবক সমাবেশ করা, স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিযোগীতামূলক অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি।

(৫.৭)প্রাথমিক স্কুল ফোরাম

আলোকদিয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,মোট ছাত্র-ছাত্রী ১৮০ জন,ছাত্র ৮০ জন ও ছাত্রী ১০০ জন,মোট শিক্ষক শিক্ষিকা ৫ জন।গ্রাম আলোকদিয়ার.থানা.কামারখন্দ,জেলা. সিরাজগঞ্জ। বিদ্যালয়টিতে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প থেকে উচ্চতা মাপার চার্ট একটি,খাদ্যতালিকা মাপার চার্ট একটি,ডিজিটাল ওজন মাপার মেশিন একটি প্রদান করা হয়।প্রত্যেক শ্রেনী থেকে ৪জন করে ৫টি শ্রেনী থেকে মোট ২০জন কে নিয়ে একটি কমিটি তৈরী করা হয়।প্রতিমাসের নির্দিষ্ট একটি দিনে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সোস্যালগন তাদেরকে পাঠদান করে থাকেন।উক্ত বিদ্যালয়ে বছরে মোট ১২টি বিষয় ভিত্তিক সেশন পরিচালনা করা হয়।এই ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক আবার তাদের নিজ নিজ ক্লাশে গিয়ে বিষয় ভিত্তিক সেশন পরিচালনা করে থাকে।সোস্যালগন যখন সেশন নিতে যান তখন ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দিবস পালনে সহযোগীতা করেন ও বিভিন্ন কার্যক্রমে তারা অগ্রনী ভুমিকা পালন করে

থাকেন।সোস্যলগন প্রকল্পের উপকরন গুলো কী কী কাজে ব্যাবহার করা হয় তা শিখান যেমন ভিটামিনের জন্য কোন চার্ট ব্যাবহার কারা হয়,কিভাবে থার্মোমিটার ব্যাবহার করে তাপমত্রা নির্ণয়করা হয়,পুষ্টি চার্ট ব্যাবহার করে কিভাবে ১০০% পুষ্টিগত অবস্থা জানা যায়,এছাড়া সোস্যলগন তাদের স্যানিটেশন ,খদ্যভাস, হাইজিনিং ইত্যাদি সম্পর্কে সেবা দিয়ে থাকে। উচ্চমাধ্যমিকের সকল ছাত্রীদের ১০০%

টিটিটিকা ও সকলকেই বছরে ২বার কৃমিনাশক ট্যাবলেট নিশ্চিত করন সাথে পরিবারের সকলের কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো নিশ্চিত করেন। ।এছাড়া এই বিদ্যালয়টিতে মোট ৩১টি দিবস পালন করা হয়েছে ।ছাএছাত্রীদের মাঝে প্রকল্পের কাজের আগে যে সমস্যাগুলো ছিল এখন আর এই সমস্যাগুলো দেখা যায় না এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সোস্যলগন এর কাজের ভুমিকা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। বিদ্যালয়টিতে যে সব সেব দেওয়া হয়েছে তাহল-খাওয়ার আগে হাত ধোয়া,পরিপাটি থাকা,বিভিন্ন ফলের ভিটামিন ও গুনগত মান জানা,সকল কিশোরীদের টিটি টিকা নিশ্চিত করা,নিজের ব্লাড গ্রুপ সম্পকে র্জানা,নিয়মিত নখ কাটা,স্যানেটারী ন্যাপকিন ব্যবহারকরা ইত্যাদি।বর্তমান সময়ে আরো যে সব সেবা দেয়া যেতে পারে-বিনামুল্যে কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরন করা,তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত টেইনিং দেয়া,শিক্ষক সমাবেশ করা,অভিবাবক সমাবেশ করা, স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিযোগীতামূলক অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি।

৫.৮ কিশোরী ক্লাবের ওপর ছবিসহ ১টি কেসস্টাডি প্রদান করতে হবে। কেস স্টাডিটি বিবরণমূলক সৃজনশীল হতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

১. কিশোরীক্লাবেরবিস্তারিতপরিচিতি
২. কিশোরীক্লাবেরসাংগঠনিককাঠামো ও কার্যপদ্ধতি
৩. কিশোরীক্লাবেরবসার স্থান
৪. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ককার্যক্রমসমূহ ও ফলাফল (নিজেদের ও এলাকায় কিরকম প্রভাব পড়েছে)
৫. সামাজিক ও অধিকারবিষয়ককার্যক্রমসমূহও ফলাফল (নিজেদের ও এলাকায় কিরকম প্রভাব পড়েছে)
৬. সাংস্কৃতিকবিষয়ককার্যক্রমসমূহও ফলাফল (নিজেদের ও এলাকায় কিরকম প্রভাব পড়েছে)
৭. শিক্ষাবিষয়ককার্যক্রমসমূহও ফলাফল (নিজেদের ও এলাকায় কিরকম প্রভাব পড়েছে)
৮. কিশোরীক্লাবেরঅন্যান্য কার্যক্রমসমূহ
৯. কিশোরীক্লাবেপ্রদানকৃত উপকরণ ও ব্যবহার
১০. কিশোরীক্লাবেরপ্রতিঅভিভাবক ও এলাকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্পৃক্ততা
১১. কিশোরীক্লাবেপ্রকল্পকর্মকর্তারাকিভাবে সংযুক্ত আছে?
১২. কোন কোনবিষয়গুলোকিশোরীক্লাবেনতুনভাবে যোগকরা যেতেপারে।
১৩. বিভিন্নকার্যক্রমেরভালমানেরছবি সংযুক্ত করতেহবে।

(৫.৮)চর নিশিবয়ড়া উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব

পরিচিতি : চর নিশিবয়ড়া উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)এর সহযোগীতায় ,ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম- এনডিপি কর্তৃক ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পটি ১ জানুয়ারী ২০১৪ ইং সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে।ক্লাবটির অবস্থান হল গ্রাম: চর নিশিবয়ড়া,ডাকঘর : সুবর্নসাড়া,ইউনিয়ন : ভাঙ্গাবাড়ী,উপজেলা : বেলকুচি,জেলা: সিরাজগঞ্জ।এই ক্লাবটি সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়।ক্লাবটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩২ জন।
কিশোরী ক্লাবের উপকরন সমূহ: পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষনীয় উপকরন সমূহ:

(১) থার্মোমিটার
(২) ডায়াবেটিক মাপার যন্ত্র
(৩) উচ্চতা মাপার ফিতা
(৪) দাবার বোর্ড
(৫) লুডু বোর্ড
(৬) অভিধান
(৭) ডিজিটালবিপি মেশিন
(৮) উপকরন রাখার জন্য ট্রাঙ্ক
(৯) স্বাস্থ এবং পুষ্টির বই
(১০)বই রাখার আলমারী এবং
(১১)বিভিন্ন ধরনের বই।
(১২) বসার জন্য মাদুর
(১৩)খেলাধুলার সামগ্রী

পূর্বের অবস্থা : কিশোরী ক্লাব গঠন হওয়ার পূর্বে ঐ গ্রামের মেয়েদের ১০-১২ বছর বয়সেই বিয়ে দেওয়া হত।ফলে অল্প বয়সেই গর্ভবতী হয়ে পরতো ও নানা রকম শরীরিক সমস্যাসহ অপুষ্টিতে ভুগতো ।গ্রামের অনেক বাড়ীতে স্যানেটারী ল্যাট্রিন ছিল না ,নিয়মিত কৃমিনাশক ট্যাবলেট খেতো না,কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতো না ,কিশোরী মেয়েরা লজ্জা ও ভয়ে তাদের সমস্যা গুলো বাবা-মার সাথে আলোচনা করতো না ও নানা রকম প্রতিবন্ধকতায় জীবন পার করতো।বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ,খেলাধুলা,পারস্পরিক সহযোগীতা তাদের ছিল অজানা ।

বর্তমান অবস্থা : ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের অওতায় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম- এনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রোগ্রামটি চর নিশিবয়ড়া গ্রামের কিশোরী মেয়েদেরকে নিয়ে ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং তারিখে উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবটি গঠন করা হয় ।উজ্জীবিত প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার সোস্যালগন প্রতিমাসে

নির্দিষ্ট একটি দিনে সেশন পরিচালনা করে থাকেন এবং সেশনে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা,শারীরিক পরিবর্তন,পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা,পুষ্টিকর খাবার,বাল্যবিবাহের কুফল,আয়োডিন যুক্ত লবন খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শেখানো হয়।অতি অল্প খরচে স্যানেটারী ল্যাট্রিন তৈরীর নিয়ম শেখানো হয়। কিশোরীরা প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা করে চাঁদা জমা রাখে।সেই টাকা হতে কিশোরীরা পিকনিকের অয়োজন করে।কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে গ্রামের দরিদ্র পরিবারকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট প্রদান ,টিউবওয়েলের গোড়া পাকা করা,স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরী,৪০টি পরিবার কে পেঁপের চারা,লেবুর চারা,মরিচের চারা,আমড়া গাছের চারা,ও জলপাই গাছের চারা প্রদান করা হয়।সেই সাথে কিশোরী ক্লাবের প্রতিটি সদস্যকে ন্যাপকিন ব্যবহার নিশ্চিত কারা হয়েছে ও বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া ৩জন ছাত্রীকে পূণরায় স্কুলে পাঠানো হয়েছে।৫জন দূর্বল ছাত্রীকে প্রতিদিন ২ঘন্টা করে পড়ানো হয়। ক্লাবের ৩ জন কিশোরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার এবং গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর নিয়ে বল্যবিবাহ কমিটি গঠন করা হয়েছে।বর্তমানে ঐ গ্রামে কোন বল্যবিবাহ হয়না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিত করনসহ বল্যবিবাহ প্রমিরোধে ঐক্যমত গ্রহন করেছে।এছাড়া ভবিষ্যতে চাঁদার পরিমান বাড়িয়ে ক্লাবের অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রতিটি পরিবারকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরনের ব্যবস্থা করবে।স্কুল হতে ঝরে পড়া প্রতিটি শিশুকে পুনরায় স্কুলে পাঠানো ,গ্রামের গর্ভবতী মায়েদের এবং শিশুদের পুষ্টিকর খাবার ও শাকসবজী খাওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করবে।গ্রামবাসী এই ধরনের কার্যক্রমে স্বত:স্ফূর্ত সহযোগীতা দিয়ে যাচ্ছে।ভবিষ্যতে তারা যেন ক্লাবটিকে একটি আদর্শ ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাবে।

(৫.৮) জাহানারা ইমাম স্মৃতি উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব

পরিচিতি : জাহানারা ইমাম স্মৃতি উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ,পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহোযোগীতায় ,ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ,এনডিপি কর্তৃক উজ্জীবিত প্রকল্পটি ১লা জানুয়ারী ২০১৪ সাল থেকে বাস্তবায়ন করে আসছে।ক্লাবটির অবস্থান হল গ্রাম : পোড়াবাড়ী,ইউনিয়ন : সায়দাবাদ,উপজেলা : সিরাজগঞ্জ,জেলা :সিরাজগঞ্জ,এই ক্লাবটি ৪ এপ্রিল ২০১৬ইং তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাবটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩০ জন।

কিশোরী ক্লাবের উপকরন সমূহ : পিকেএসএফ হতে প্রাপ্ত শিক্ষনীয় উপকরণসমূহ:

(১) থার্মোমিটার
(২) ডায়াবেটিক মাপার যন্ত্র
(৩) উচ্চতা মাপার ফিতা
(৪) দাবার বোর্ড
(৫) লুডু বোর্ড
(৬) অভিধান
(৭) ডিজিটালবিপি মেশিন
(৮) উপকরন রাখার জন্য ট্রাঙ্ক
(৯) স্বাস্থ এবং পুষ্টির বই (১০)বই রাখার আলমারী,(১১) বিভিন্ন ধরনের বই এবং (১২) খেলাধুলার সামগ্রী

পূর্বের অবস্থা : কিশোরী ক্লাব গঠন হওয়ার পূর্বে ঐ গ্রামের মেয়েদের ১০-১২ বছর বয়সেই বিয়ে দেওয়া হত।ফলে অল্প বয়সেই গর্ভবতী হয়ে পরতো ও নানা রকম শরীরিক সমস্যা সহ অপুষ্টিতে ভুগতো ও অপুষ্ট বাচ্চার জন্ম দিত।গ্রামের অনেক বাড়ীতে স্যানেটারী ল্যাট্রিন ছিল না ,নিয়মিত কৃমিনাশক ট্যাবলেট খেতো না,কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতো না ফলে এই গুলোর সুফল তারা ভোগ করতে পারতোনা ,কিশোরী মেয়েরা লজ্জা ও ভয়ে তাদের সমস্যা গুলো বাবা-মার সাথে আলোচনা করতো না ও নানা রকম প্রতিবন্ধকতায় জীবন পার করতো,কিভাবে এই সমস্যা তারা কাটিয়ে উঠবে তাও জানতো না ।বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ,খেলাধুলা,পারস্পরিক সহযোগীতা তাদের ছিল অজানা ।নিজেদের আওবিকাশ ঘটানোর কোন উপায় তারা জানতো না।ঘোর অন্ধকারের মধ্যেছিল তাদের বসবাস।

বর্তমান অবস্থা : ইউপিপি- উজ্জীবিত প্রকল্পের অওতায় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম- এনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রোগ্রামটি ,পোড়াবাড়ী গ্রামের কিশোরী মেয়েদেরকে নিয়ে ৪ এপ্রিল ২০১৬ ইং তারিখে উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবটি গঠন করা হয় ।উজ্জীবিত প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার সোস্যালগন প্রতিমাসে নির্দিষ্ট একটি দিনে সেশন পরিচালনা করে থাকেন এবং সেশনে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা,শারীরিক পরিবর্তন,পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা,পুষ্টিকর খাবার,বাল্যবিবাহের কুফল,আয়োডিন যুক্ত লবন খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শেখানো হয়।আতি অল্প খরচে স্যানেটারী ল্যাট্রিন তৈরীর নিয়ম শেখানো হয়। কিশোরীরা প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা করে চাঁদা জমা রাখে।সেই টাকা হতে কিশোরীরা পিকনিকের অয়োজন করে যার খরচের পরিমান ৪০০০/- টাকা ।কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে গ্রামের দরিদ্র ৫০ টি পরিবার কে কৃমিনাশক ট্যাবলেট প্রদান ,১০ টি টিউবওয়েলের গোড়া পাকা করা, ৫ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরী,৪০টি পরিবারকে পেঁপের চারা,লেবুর চারা,মরিচের চারা,আমড়া গাছের চারা,ও জলপাই গাছের চারা প্রদান করা হয়।সেই সাথে কিশোরী ক্লাবের প্রতিটি সদস্যকে ন্যাপকিন ব্যবহার নিশ্চিত কারা হয়েছে ও বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া ৬ জন ছাত্রীকে পূণরায় স্কুলে পাঠানো হয়েছে,১০জন দূর্বল ছাত্রীকে প্রতিদিন ২ঘন্টা করে পড়ানো হয়। ক্লাবে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানো হয়,এছাড়া ১লা জানুয়ারী ২০১৮ ইং তারিখে ক্লাবের উদ্দোগে একটি বল্যবিবাহ বন্ধ করা হয় পোড়াবাড়ী গ্রামে। ক্লাবের ৩ জন কিশোরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর নিয়ে বল্যবিবাহ কমিটি গঠন করা হয়েছে।বর্তমানে ঐ গ্রামে কোন বল্যবিবাহ হয়না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিত করনসহ বল্যবিবাহ প্রতিরোধে ঐক্যমত গ্রহন করেছে।এছাড়া ভবিষ্যতে চাঁদার পরিমান বাড়িয়ে ক্লাবের অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রতিটি পরিবারকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরনের ব্যবস্থা করবে।স্কুল হতে ঝরে পড়া প্রতিটি শিশুকে পুনরায় স্কুলে পাঠানো ,গ্রামের গর্ভবতী মায়েদের এবং শিশুদের পুষ্টিকর খাবার ও শাকসবজী খাওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করবে।গ্রামবাসী এই ধরনের কার্যক্রমে স্বত:স্ফুর্ত সহযোগীতা দিয়ে যাচ্ছে।ভবিষ্যতে তারা যেন ক্লাবটিকি একটি আদর্শ ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাবে।

৫.৯ স্যাম শিশুর ওপর ছবিসহ **১**টিকেসস্টাডি প্রদান করতে হবে। কেস স্টাডিটি বিবরণমূলক সৃজনশীল হতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

১. শিশুরবিস্তারিতপরিচিতি
২. পরিবারের আর্থ-সামাজিকঅবস্থা
৩. পরিবারেরসদস্য সংখ্যারবিবরণ
৪. জন্মের সময়শিশুরওজন, বুকের দুধগ্রহণ ও বাড়তিখাবারগ্রহণসম্পর্কেবিবরণ
৫. পরিবারেরস্যানিটেশন ও হাইজিনেরঅবস্থা
৬. স্যামহিসেবে সনাক্তকরণের সময়পুষ্টিগত ও শরীরবৃত্তীয়পরিমাপেরবিররণ
৭. স্যামহিসেবে সনাক্তকরণের পর প্রকল্পহতেকি সেবাপ্রদানকরাহয়েছে
৮. পুষ্টিচিকিৎসাগ্রহণেরবিস্তারিতবিবরণ
৯. পুষ্টিচিকিৎসাগ্রহণের পর পুষ্টিগতঅবস্থা ও শরীরবৃত্তীয়পরিমাপেরবিররণ
১০. পরিবারেরস্যানিটেশন, হাতধোয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নিরাপদ পানিরব্যবহার
১১. প্রকল্পহতে কোনঅনুদান পেয়েছেকিনা
১২. প্রকল্পহতেআর কোন সেবাপ্রদানকরলেশিশুউপকৃত হতেপারে
১৩. সনাক্তকরণের সময় ও পুষ্টিচিকিৎসাগ্রহণের পর তোলাছবি সংযুক্ত করতেহবে।

(৫.৯) স্যামশিশু

সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ঘুড়কা গ্রামের সুখী রনী দাস ও সবুজ দাসের কন্যা ঐশী দাস। ঐশীর বাবা একজন হত দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তাই তার আর্থিক অবস্থা ভালছিল না।ঐশীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা চারজন ছিল।ঐশী ছিল বাবার ছোট মেয়ে। ঐশীর জন্মের সময় ২.৫ কেজি ওজন ছিল।তার মা ৬মাস পর্যন্ত ঐশীকে শুধুমাএ বুকের দুধ খাওয়াতেন ,কিন্তু ৬ মাস পর হতে তাকে বাড়তী

খাবার(সম্পুরক খাবার) না দিয়ে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতেন। ঐশী ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে পড়ে ও অপুষ্টি থেকে মারাত্নক অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। ঐশীর মায়ের শিক্ষার অভাবে শিশুটির সঠিক যত্নের অভাবে অপুষ্টিতে ভোগে।তাছাড়া তার স্বামী ও ছিলেন অশিক্ষিত একজন মানুষ।তাদের পরিবারের বাস্তভিটা না থাকায় স্যানিটেশন অবস্থা স্বাস্থ্যস্মত নয় এবং হাইজিনের বিষয়েও তেমন সচেতন নয়।

সুখী রনী দাস এনডিপি ঘুড়কা শাখার ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের একজন সদস্য। ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের পিও সোস্যাল ঐশীর শরীরের (১১.৩ সে.মি) পরিমাপের মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে ঐশী মারাত্নক অপুষ্টিতে আক্রান্ত। ঐশীকে স্যাম শিশু হিসেবে নির্বাচন করার পর তার মাকে কাউন্সিলিং এবং নিকটবর্তী স্যাম কর্ণারে রেফার করা হয়। ঐশীর মা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে থাকেন।নিয়মিত ঐশীর মনিটরিং চলতে থাকে।এভাবে ঐশীর পুষ্টি চিকিৎসা করানোর পর তার অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের সোস্যাল এর পরামর্শে তার পরিবারের স্যানিটেশন,নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যস্মত পায়খানা,ভালভাবে হাতধোয়ার পদ্ধতি ইত্যাদির ব্যাবস্থা করা হয়। ঐশীর বাবা দরিদ্র হওয়ার কারনে তাকে ৫,০০০ টাকা ঝুকি তহবিল দেওয়া হয় যেন চিকিৎসার মধ্যমে ঐশীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।এছাড়া ঐশীর মাকে সকল প্রকার পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রাখা হয় ও তার মাকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিবিসি কার্যক্রম জোরদার কারা হয়।বর্তমানে ঐশী আগের তুলনায় অনেক সুস্থ। ঐশীর বাবা মা তাদেরকে সহযোগীতা করার জন্য কৃতঙ্গতা প্রকাশ করেন।

৫.১০পুষ্টি গ্রামের ওপর **১**টিকেসস্টাডি প্রদান করতে হবে। কেস স্টাডিটি বিবরণমূলক সৃজনশীল হতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

ধামকোল উজ্জীবিত পুষ্টিগ্রাম

পরিচিতি : ধামকোল উজ্জীবিত পুষ্টিগ্রাম,ডাকঘর :ধামকোল,ইউনিয়ন : ভদ্রঘাট,উপজেলা :কামারখন্দ,জেলা : সিরাজগঞ্জ। খানার সংখ্যা :৪৮ ,০-৫ বছরের শিশুর সংখ্যা :৭২জন ,৬-১০বছরের শিশুর সংখ্যা:৬৫জন ,১১-১৯ বছরের কিশোরীর সংখ্যা :৩২জন

পূর্বের অবস্থা : ধামকোল গ্রামটি উপজেলা হতে ছোট একটি নদীর কারনে বিচ্ছিন্ন এলাকা হওয়ায় উপজেলা সদর, ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা উপজেলা কৃষি বা প্রাণীসম্পদ অফিস হতে কোন সেবা তারা পেতনা ।ফলে বছরের পর বছর তারা বিভিন্ন সেবা হতে বঞ্চিত থাকতো ।এই এলাকার মানুষের শিক্ষার হার ছিল অনেক কম। পূর্বে ঐ গ্রামের মেয়েদের ও ১০-১২ বছর বয়সেই বিয়ে দেওয়া হত।ফলে অল্প বয়সেই গর্ভবতী হয়ে পরতো ও নানা রকম শরীরিক সমস্যাসহ অপুষ্টিতে ভুগতো ।গ্রামের অনেক বাড়ীতে স্যানেটারী ল্যাট্রিন ছিল না ,নিয়মিত কৃমিণাশক ট্যাবলেট খেতো না,কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতো না ,কিশোরী মেয়েরা লজ্জা ও ভয়ে তাদের সমস্যাগুলো বাবা-মার সাথে আলোচনা করতোনা ও নানা রকম প্রতিবন্ধকতায় জীবন পার করতো।বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ,খেলাধুলা,পারস্পরিক সহযোগীতা তাদের ছিল অজানা ।গ্রামে কোন প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ধাত্রী ছিল না।গর্ভধারিণী মায়েরা কোন সেবা পেত না, না পেত কোন সঠিক পরামর্শ।বসত বাড়ীতে সবজি চাষ করলেও কোন সঠিক পরিচর্যা ছিল না ,ফলজ গাছের চারা রোপনের হার ও ছিল অনেক কম।এই গ্রামের বেকার যুবকদের ও ছিলনা কোন প্রশিক্ষনের সুবিধা,ফলে তারা বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতো।সব মিলিয়ে ধামকোল গ্রামটির মানুষ মান্ধাতার আমলের সব নিয়ম মেনে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করতো।

বর্তমান অবস্থা : ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পটি কামারখন্দ উপজেলায় কাজ শুর করার পর প্রকল্পের কাটাখালি শাখার আওতায় ধামকোল গ্রামে ২টি সমিতি গঠন করা হয়।নিয়মিত সমিতিতে ইউপিপি -উজ্জীবিত প্রকল্পের প্রোগাম অফিসার সোস্যাল ও টেকনিক্যালগন সেশন পরিচালনা করে থাকেন।প্রকল্পের কাজের ডিজাইন অনুযায়ী এই গ্রামটি উজ্জীবিত পুষ্টিগ্রাম হিসেবে ঘোষনা করা হয়।এর পর হতে উক্ত গ্রামের চিত্র পরিবর্তন হতে থাকে। প্রকল্প হতে সদস্যদের বসত বাড়ীর ফাকা জায়গার সঠিক ব্যাবহার করার জন্য ও পুষ্টির ঘাটতি পূরণের জন্য মৌসুম ভিক্তিক বিণামূল্যে সবজীর বীজ বিতরন করা হয়। যেন তারা নিজেদের পুষ্টির চাহিদা পুরন করতে পারে ও বিক্রিকরে বাড়তি কিছু আয় করতে পারে।এছাড়া গ্রামের সকল বাড়ীতে সজনে ও লেবুর গাছ রোপন ছিল এক অভুতপূর্ব কাজ,এছাড়া রাস্তার ধারে ও ফাকা জায়গাতেও রোপন করা হয় সজনে ও লেবুর চারা। গ্রামের বেকার যুবকদের হাতেকলমে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় যেমন- ইলেকট্রিক্যাল,মোবাইল সার্ভিসিং,মেকানিক্যাল ইত্যাদি। গ্রামের অতিদরিদ্র মহিলাদের ও দেওয়া হয় বিভিন্ন প্রশিক্ষন যেমন-সেলাই ,হস্তশিল্প,গরু মোটাতাজকরণ,মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন,সবজি চাষ ইত্যাদি।এছাড়া গ্রামে একটি কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয় ধামকোল গ্রামের কিশোরী মেয়েদেরকে নিয়ে ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং তারিখে উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবটি গঠন করা হয় ।ক্লাবের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৭ জন। ইউপিপি- উজ্জীবিত প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার সোস্যালগন প্রতিমাসে নির্দিষ্ট একটি দিনে সেশন পরিচালনা করে থাকেন এবং সেশনে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা,শারীরিক পরিবর্তন,পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা,পুষ্টিকর খাবার,বাল্যবিবাহের কুফল,আয়োডিনযুক্ত লবন খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শেখানো হয়।আতি অল্প খরচে স্যানেটারী ল্যাট্রিন তৈরীর নিয়ম শেখানো হয়। কিশোরীরা প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা করে চাঁদা জমা রাখে।সেই টাকা হতে কিশোরীরা পিকনিকের অয়োজন করে।কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে গ্রামের দরিদ্র পরিবারকে কৃমিণাশক ট্যাবলেট প্রদান

,টিউবওয়েলের গোড়া পাকা করা,স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরী,৪৮টি পরিবার কে পেঁপের চারা,লেবুর চারা,মরিচের চারা,আমড়া গাছের চারাও জলপাই গাছের চারা প্রদান করা হয়।সেই সাথে কিশোরী ক্লাবের প্রতিটি সদস্যকে ন্যাপকিন ব্যবহার নিশ্চিত কারা হয়েছে ও বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া ৩জন ছাত্রীকে পূণরায় স্কুলে পাঠানো হয়েছে,৫জন দূর্বল ছাত্রীকে প্রতিদিন ২ঘন্টা করে পড়ানো হয়। ক্লাবের ৩ জন কিশোরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার এবং গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর নিয়ে বল্যবিবাহ কমিটি গঠন করা হয়েছে।বর্তমানে ঐ গ্রামে কোন বল্যবিবাহ হয়না।

এছাড়া গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ ২জন সদস্যদের ঝুঁকি তহবিল দেয়া হয় ও ২ জন সদস্যকে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের জন্য ৮০০০/= টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয় ও ২জন সদস্যকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ৮০০০/= টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়।জমিবন্ধকীর জন্য একজন সদস্যকে ৮০০০/= টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।এখন গ্রামের প্রতিটি বাড়ীর লোকজন এখন আগের চাইতে অনেক সচেতন ।কিশোরী ক্লাবের প্রতিটি মেয়ে এখন একজন ক্ষুদ্র ডাক্তার।এছাড়া মায়েরা ও তাদের সন্তানদের প্রতি অনেক বেশি খেয়াল করেন।এখন গ্রামটিতে আগের চাইতে অনেক সুন্দর পরিপাটি ও মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : ধামকোল উজ্জীবিত পুষ্টিগ্রামের প্রতিটি মানুষ উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পেরেছেন। তাই এই প্রকল্পের আদলে তারা ভবিষ্যতে ও এই কর্যক্রম অব্যাহত রাখতে চায়।গ্রামের উন্নয়নে তরা প্রতিটি বাড়িকে একটি আদর্শ বাড়িতে পরিনত করতে চায় ।গ্রামের শিক্ষা ও সাংস্কৃতির উন্নয়নের মাধ্যমে তরা এই গ্রামটিকে কামারখন্দ উপজেলার মডেল গ্রাম হিসেবে পরিণত করতে চান।

৫.১১ সবজি বীজ বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম: (১ প্যারার মধ্যে নিম্নের টেবিলের সারমর্ম প্রদান করুন)

ক্রম	বীজের নাম	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সর্বমোট
	১.লাউ বীজ,						১৯৭০	
১	২.কলমী শাক বীজ						২০৮১	৪০৫১
	১.দেশী লাউ বীজ					২৪২০		
	২.কলমী শাক বীজ					২৮৬৫		
	৩.পুঁই শাক বীজ					২৮৩৭		
	৪.মিষ্টি কুমড়া বীজ					২৪৫৫		১০৫৭৭
	১.দেশী লাউ বীজ				২৩৭০			
	২.কলমী শাক বীজ				২৮২০			
	৩.পুঁই শাক বীজ				২৯১০			
	৪.মিষ্টি কুমড়া বীজ				২৩১৫			১০৭৬৫
	১.দেশী লাউ বীজ			২৫৭০				
	২.কলমী শাক বীজ			২৯২০				
	৩.পুঁই শাক বীজ			২৯৭৫				
	৪.মিষ্টি কুমড়া বীজ			২৫১৫				১০৯৮০
	১.দেশী লাউ বীজ		২৫৭০					
	২.পুঁই শাক বীজ		২৮৭০					
	৩.পুঁই শাক বীজ		২৯৫০					
	৪.চাল কুমড়া বীজ		২৪৬৫					১০৮৫৫
	১.কলমী শাক বীজ	৩৪৭৫						
	২.মিষ্টি কুমড়া বীজ	৩২৭৫						৬৭৫০
	সর্বমোট বীজ গ্রহীতা(জন)							৫৩৯৭৮ জন

(সবজি বীজের নাম ও কতজনকে প্রদান করা হয়েছে তার সংখ্যা উল্লেখ করুন)

৫.১২ প্রাণি সম্পদে টিকা প্রদান ও কৃমির বড়ি বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম: (১ প্যারার মধ্যে নিম্নের টেবিলের সারমর্ম প্রদান করুন)

ক্রম	টিকা ও কৃমির বড়ির নাম	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সর্বমোট
	১.পিপিআর	১২৯৬	১০৫০	১১৮৫	১২১২	১৩৭৫	০	৬১১৪
	২.আরডিবি	৩৭৩৩	৪০৩২	৪২৫৮	২০৫৮	১৮৫২	০	১৫৯৩৩
	৩.বিসিআরডিবি	৩৭৫৫	৩৩৪২	৩৪২০	১৮৬০	১৭৮০	০	১৪১৫৭
	৪.কৃমিনাশক বড়ি(গরু এবং ছাগলের জন্য)	০	৩৩৭২	৩৫০৫	১৬২৩	১৫৭৫	০	১০০৭৫

(টিকার নাম ও কতটি প্রাণিকে প্রদান করা হয়েছে তার সংখ্যা উল্লেখ করুন)

৫.১৩ঝুঁকি তহবিল বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম: (১ প্যারার মধ্যে নিম্নের টেবিলের সারমর্ম প্রদান করুন)

ক্র: নং	ভাতার ধরন	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		মোট	
		জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা
১	মৃত্যু ভাতা	০	০	০	০	০	০	১৭	৮৫,০০০	২৩	১১৫০০০	৭	৭০০০০	৪৭	২৭০০০০
২	দুর্ঘটনা ভাতা	০	০	০	০	০	০	১	৫,০০০	২২	১১০০০০	৪	৪০০০০	২৭	১৫৫০০০
৩	অসুস্থ্যতা ভাতা	০	০	০	০	০	০	১৩	৬৫,০০০	৬০	৩০০০০০	১৯	১,৯০০০০	৯২	৫৫৫০০০
৪	নিরাপদ প্রসবজনিত ভাতা	০	০	০	০	০	০	০	০	৪৫	২২৫০০০	২০	২,০০০০০	৬৫	৪২৫০০০
মোট		০	০	০	০	০	০	৩১	১৫৫০০০	১৫০	৭৫০০০০	৫০	৫০০০০০	২৩১	১৪০৫০০০

৫.১৪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রকল্পের আওতায় কতজনকে কিকি ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ এক প্যারায় উল্লেখ করুন (যেমন: অনুদান, প্রশিক্ষণ, সবজি বীজ, অন্যান্য)। ছবিসহ একটি কেইস স্টাডি সংযুক্ত করুন।

ক্রমঃ	সদস্যর নাম	প্রশিক্ষণার্থীর/অনুদান গ্রহীতার নাম	অনুদানের নাম	টাকার পরিমাণ	শাখার নাম
১	মোছাঃ চায়না খাতুন	মোছাঃ ময়না খাতুন	সেলাই প্রশিক্ষণ	সেলাই মেশিন এবং অন্যান্য উপকরণ প্রদান	জামতৈল
২	মোছাঃ সেলিনা খাতুন	মোছাঃ সেলিনা খাতুন	সেলাই প্রশিক্ষণ	সেলাই মেশিন এবং অন্যান্য উপকরণ প্রদান	জামতৈল
৩	মোছাঃ রেবা বেগম	মোছাঃ রেবা বেগম	সেলাই প্রশিক্ষণ	সেলাই মেশিন এবং অন্যান্য উপকরণ প্রদান	বাগবাড়ি
৪	মোছাঃ কাজুলি বেগম	মোছাঃ চুমকি খাতুন	সেলাই প্রশিক্ষণ	সেলাই মেশিন এবং অন্যান্য উপকরণ প্রদান	বাগবাড়ি
৫	মোছাঃ ফরিদা বেগম	মোছাঃ মোমতা খাতুন	সেলাই প্রশিক্ষণ	সেলাই মেশিন এবং অন্যান্য উপকরণ প্রদান	কাটাখালি
৬	মোছাঃ মোমেনা খাতুন	মোছাঃ মোমেনা খাতুন	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৮,০০০ টাকা অনুদান	চান্দাইকোনা
৭	মোছাঃ নুরজাহান খাতুন	মোছাঃ নুরজাহান খাতুন	মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন	১০,০০০ টাকা অনুদান	আহমেদপুর
৮	মোছাঃ রিনা খাতুন	মোছাঃ রিনা খাতুন	সেলাই প্রশিক্ষণ	সেলাই মেশিন এবং অন্যান্য উপকরণ প্রদান	নাটোর সদর
৯	মোছাঃ শাহিদা খাতুন	মোছাঃ শাহিদা খাতুন	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৮,০০০ টাকা অনুদান	নাটোর সদর

৬.০ প্রকল্পের শিখনসমূহ (প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রতিটি কার্যক্রম হতে কমপক্ষে ১টি শিখন প্রদান করতে হবে)

বসত বাড়িতে শাক সবজি চাষঃ বসত বাড়িতে শাক সবজি চাষ করে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত সবজি বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে প্রকল্প কর্তৃক সদস্যদের বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সবজি উৎপাদনে খরচ কমাতে সার হিসেবে কেঁচো সার ব্যবহার এবং উৎপাদনের উপরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদের বাৎসরিক গড় আয় ৬-৭ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি শাক সবজি গ্রহণের মাত্রা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

কেঁচো সার উৎপাদন এবং ব্যবহার: কেঁচো সার উৎপাদন খুব সহজলভ্য হওয়ায় কৃষকেরা উৎপাদিত কেঁচো সার তাদের নিজ প্রয়োজনে জমিতে প্রয়োগ করছে এবং বাজার চাহিদা বেশি থাকায় খরচের তুলনায় অনেক বেশি দামে অন্য কৃষকের কাছে বিক্রি করতে পারছে। এতে কৃষকের ফসল উৎপাদন খরচ কমে যাওয়ার পাশাপাশি আয় বেশি হচ্ছে।

মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেঁড়া পালন: ছাগল পালন অত্যান্ত লাভজনক হলেও ঝুঁকিও অনেক। খামারীরা সাধারনত: বাড়িতে ঘর তৈরি করে কাঁচা মেঝেতে রাখার ব্যবস্থা করায় অধিকাংশ সময় ছাগলগুলো নিউমোনিয়া, পিপিআর, গোটপক্স, ডায়রিয়া এবং কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হত। ফলে খামারী অনেক সময় ক্ষতির সম্মুখীন হতেন। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃক মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করায় খামারীরা এসব রোগ থেকে ৭০-৮০ ভাগ রোধ করতে সক্ষম হয়েছে।

গরু মোটাতাজাকরণ: প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পূর্বে খামারীরা সাধারণত: দেশী গরু দীর্ঘ সময়ব্যাপী পালন করত। তাছাড়া রোগ বালাই প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন না। ফলে গরু পালনে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ত এবং অনেকেই গরু পালন ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তারা সঠিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করছেন। বর্তমানে তারা দীর্ঘ মেয়াদের পরিবর্তে বছরে ৩ বার গরু মোটাতাজাকরণ করে ক্রয়-বিক্রয় করছেন। এমনকি সঠিক সময়ে তারা তড়কা, ক্ষুরা, এ্যানথ্রাক্স, বাদলা, গলাফুলাসহ বিভিন্ন রোগের টীকা প্রদান করায় রোগ বালাই ৮০ শতাংশ কমে গিয়েছে

কবুতর পালন: কবুতর পালন গ্রামীন অতিদরিদ্র নারীদের জন্য অল্প বিনিয়োগে বেশি লাভের অন্যতম একটি আইজিএ। একটি কবুতর বছরে কমপক্ষে ১০ বার ২টি করে বাচ্চা দেয়। প্রশিক্ষণ থেকে ব্যবস্থাপনা জ্ঞান লাভ করায় এখন তারা কবুতরের খোপগুলোকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছেন। ফলে রোগ বালাই কম হচ্ছে।

সেলাই প্রশিক্ষণ: নারীর ক্ষমতায়নে, নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। কাজটি বাড়িতে করা যায় বলে আমাদের দেশের নারীরা সহজেই এই পেশাকে গ্রহণ করছেন। এই বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষনকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের মাসিক আয় এখন ৫-৭ হাজার টাকা।

হস্তশিল্প: প্রকল্প সদস্যদেরকে হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । বর্তমানে তাদের উৎপাদিত পণ্য উপজেলা ও জেলা শহরে ক্রেতাদের কাছে পাইকারি দরে বিক্রি করছে। তাদের আয় আগের চেয়ে মাসে অন্তত: ৩-৪ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান সেলাই প্রশিক্ষণ): ভ্রাম্যমান সেলাই প্রশিক্ষণটি সাধারণত: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সদস্য বা সদস্যের সন্তানদের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আইজিএটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে তারা অনেকেই নিজের পড়ালেখা চালানোর পাশাপাশি সংসারে বাড়তি কিছু আর্থিক যোগান দিচ্ছে।

বিশেষ অকৃষিজ (ভ্রাম্যমান) ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ:
প্রকল্পের সদস্যদের সন্তানদের মধ্যে যেসব বেকার যুবক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে তাদেরকে প্রশিক্ষণ শেষেকারিগরি বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সহায়তা করার পাশাপাশি উত্তীর্ণদের মাঝে কারিগরি বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।এর ফলে তাদের গড় আয় বর্তমানে মাসিক ৭/৮ হাজার টাকা।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ: প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভূক্ত অতিদরিদ্র পরিবারের যুব সদস্য/সদস্যাকে দীর্ঘ মেয়াদী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই স্ব-কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে তারা বিভিন্ন কোম্পানী ও স্থানীয় বাজারে চাকুরী করছেন ।

অনুদানঃ

মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন: সময়ের সাথে সাথে মানুষের চাহিদা সমন্বয় রেখে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদাবান করতে অনুদানের মাধ্যমে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনের উপর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।সার্বিক সহযোগিতা ও নিয়মিত ফলোআপের ফলে আগের চেয়ে রোগ বালাই অনেক কমে গেছে। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক ছাগল/ভেড়া পালন করা যায় এবং ১টি ছাগল/ভেড়া বছরে কমপক্ষে ৪-৬টি সুস্থ বাচ্চা দেয় তাই পদ্ধতিটি দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে।

কেঁচো সার খামার স্থাপন ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ: কেঁচো সার উৎপাদন করে বসতবাড়িতে সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করতে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ফলে অনুদানপ্রাপ্ত সদস্যগণ কেঁচো সার খামার স্থাপন করে বসতবাড়িতে সবজি চাষ করে নিজেদের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে বাড়তি আয় হিসেবে বছরে কমপক্ষে ৫ হাজার টাকা আয় করছেন।

জমি বন্ধক ও বছরব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও সাধারনতঃ দরিদ্র শ্রেণীর পরিবারগুলো বছরের অনেকটা সময় শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কখনও কখনও শ্রম বিক্রি করতে না পারলে খুব কষ্টে সময় কাটাতে হয়। এখান থেকে তারা নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় শাক সবজির চাহিদা মেটানোর পর অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। বছরে তারা ১০-১৫ হাজার টাকা লাভ করছেন। ফলে শ্রম না থাকা সময়কালীন তাদের আর সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না।

আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি: সদস্যদের বাড়ির আশেপাশের পতিত জায়গাগুলোকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে প্রকল্পটি আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা চয়েছে। এতে পুষ্টির পাশাপাশি সংসারের জন্য বাড়তি আয়ের উৎস তৈরি হচ্ছে এবং বাড়ির সৌন্দর্য বাড়ছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসাঃ

যে সকল সদস্যের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক আইজিএ বাস্তবায়নের সুযোগ নেই, তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করতে বিভিন্ন ট্রেডে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য পুঁজি হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। অনুদানের পর এদেরকে সমিতিতে ভর্তি করে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে এবং কমপক্ষে ১ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে ব্যবসাকে জোরদার করতে নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। প্রকল্পের সহযোগিতায় ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে নারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন।

কবুতর ও ব্রয়লার পালন: শুধু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আর সামান্য অনুদানের মাধ্যমেই কবুতর পালন হত-দরিদ্র নারীদের মাঝে প্রসার ঘটানো সম্ভব। প্রশিক্ষণ ও অনুদান গ্রহণ পর কবুতর পালন ব্যবস্থাপনা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। তাদের বাৎসরিক আয় কমপক্ষে ৮-১০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ব্রয়লার পালনে ২ জনকে ২০ হাজার টাকা করে মোট ৪০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাদের আয়ও বাৎসরিক কমপক্ষে ২৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সবজি বীজ বিতরণ ও আধা বাণিজ্যিক সবজির খামারঃ

বিতরণকৃত সবজির বীজ চাষাবাদ করে বসতবাড়িকে উৎপাদনশীল করার মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি উপার্জনের পথ তৈরি করতে আইজিএটি বাস্তবায়ন করা হয়। এজন্য যেসব সদস্যদের বাড়িতে সবজি চাষের জন্য জায়গা পতিত আছে সেসব সদস্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এতে পরিবারগুলো পতিত জায়গায় বিষমুক্ত সবজি চাষ করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করে বাড়তি আয় করছেন। তাদের বর্তমানে বাৎসরিক গড় আয় ১০-১২ হাজার টাকা।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম

১. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি: প্রকল্পের আওতাভূক্ত নারীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করতে সমিতি ভিত্তিক দলীয় সেশন আয়োজন করা হয়। সেশনে প্রজনন ০-৬ মাস বয়সী বাচ্চাদের ওজন ও উচ্চতা, ৭-৫৯ মাস বয়সী বাচ্চাদের মুয়াক পরীক্ষা, কিশোরীদের সাধারণ ও ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, গর্ভবতীর সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্ত স্বল্পতা, মুয়াক, দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বুকের দুধেল অপরিহার্যতা, ৬ মাস পরবতী অতিরিক্ত খাবার এবং সবার জন্য উন্মুক্ত হিসেবে রান্নার আদর্শ পদ্ধতি, সজনে, লেবু ও মৌসুমি ফলের গুনাগুন, আয়োডিনযুক্ত লবন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাস, মুরগী, গরু, ছাগল পালন, ডিম, দুধ, বাল্যবিবাহের কুফল, যৌতুক প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। ফলে প্রকল্প এলাকায় অপুষ্টি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাজনিত রোগ অনেক গিয়েছে।

২. ১০০০ দিনের সেবা: গর্ভকাল থেকে শিশুর ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মা ও শিশুর প্রতি যত্নের বিষয়ে সচেতন করতে এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গর্ভবতীর স্বাস্থ্য সেবাঃ

একজন সুস্থ গর্ভবতীই একটি সুস্থ ও সবল শিশু জন্ম দিতে পারেন। অথচ জন্মের পর ছোট শিশুর যত্ন নিতে আমরা যতটা আগ্রহী, ততটা আগ্রহী নই গর্ভবতীর যত্নের প্রতি। ফলে মা ও শিশু দুজনই অপুষ্টিসহ নানা দুর্ভোগে ভূগেন। এই সকল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য গর্ভবতী নারীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। গর্ভবতী নারীরা দুই সপ্তাহ পর পর নির্দিষ্ট দিনে দলীয় সেশনে অংশগ্রহণ করে প্রকল্পের সোস্যাল কর্মকতার কাছ থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন। এছাড়া গর্ভবতীদের তালিকা করে সোস্যাল কর্মকর্তাগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে গর্ভকালীন ৫টি বিপদ চিহ্ন, সাধারণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সন্তান প্রসবের সঠিক সময় ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। ফলে সন্তান জন্মের পর মা ও শিশু অপুষ্টি হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন এবং মা এবং শিশু মৃত্যুর হারও প্রায় শুন্যে নেমে এসেছে।

দুগ্ধদানকারী মায়ের (০-৬মাস বয়সী) স্বাস্থ্য সেবাঃ

মায়ের দুধে সকল রোগের প্রতিষেধক আছে। জন্মের পর শিশুর মায়ের দুধের বিকল্প নাই। প্রকল্পটি তাই ০ থেকে ৬ মাস বয়সী শিশুর মায়ের দুধের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করতে দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এজন্য সন্তান জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত পূর্ণ পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে ঠিকমত যত্ন নিশ্চিত করতে নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। এ সময়কালীন শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে মায়েদের উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া জন্মের পর পরই পোলিও টিকা খাওয়ানো এবং বিসিজি, ওপিভি, প্যান্টা ভ্যালেন্ট, পিসিভি, রোটা ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা দেওয়ার পরামর্শসহ ফলোআপের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা হয়। ফলে প্রকল্প এলাকার লক্ষ্যিত শিশুগুলোর ৯০% তুলনামূলকভাবে রোগ বালাই কম হচ্ছে। এতে সন্তান ও মা দুজনই সুস্থ থাকছেন এবং তাদের মধ্যে আত্মার সম্পর্কও নিবীড় হচ্ছে বেশি।

০ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুর জন্য স্বাস্থ্য সেবাঃ

শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ৬ মাস পর থেকে অতিরিক্ত পুষ্টির জন্য আবশ্যকীয় খাদ্য এবং অন্যান্য পরিচর্যা সম্পর্কে সচেতন করতে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ৬ মাস থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুদের গ্রোথ মনিটরিং কার্ড প্রদানের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন, ওজন, উচ্চতা, ইডিমা, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, বাচ্চার বুকের দুধ চলমান কিনা, নিয়মিত বাড়তি পরিপুরক খাবার, নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া বিষয়ে সচেতনতা নিশ্চিত করা হয়। তীব্র অপুষ্টি ও মারাত্বক রোগে আক্রান্ত শিশুকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির জন্য রেফার করা হয়। ফলে শতকরা প্রায় ৭০% মায়েরা তাদের শিশুদের প্রতি যত্নশীল এবং ঠিকমত পরিচর্যা করায় শিশুদের অপুষ্টিতে আক্রান্তের হার অনেক কমে গেছে।

গ্রোথ মনিটরিং (২৪ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশু)ঃ

২৪ বয়স থেকে ৫৯ মাস বয়স শিশুদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে শরীর ও মনের বিকাশ না ঘটলে পরবর্তীতে তা আর পূরণ করা সম্ভব হয় না। আর এই সময়েই শিশুরা সাধারণত: বেশি অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে। দেখা যায় বেশিরভাগ পরিবার সচেতনার অভাবে অপুষ্টির স্বীকার হন এবং তা পরবর্তীতে মারাত্নক আকার ধারণ করে থাকে। অথচ একটু সচেতন হলেই অপুষ্টির হাত থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করা সম্ভব। তাই প্রকল্পটি শিশুদের এই অনাকাংক্ষিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দলীয় সেশনে এবং বাড়ি বাড়ি পরিদশনকালে দিনে ৩ বার ভারী খাবার ও ২ বার পুষ্টিকর নাস্তা, মুয়াক, ওজন, উচ্চতা, ইডিমা, কৃমিনাশক ট্যাবলেট, নিজে হাতে খাওয়ানোর অভ্যাস, বুদ্ধি বিকাশে শাক সবজি মিশ্রিত খিচুরি, স্বাস্থ্য অভ্যাস (দুই হাত সাবান দিয়ে ধোয়া, নখ কাটা, পায়খানা ব্যবহারে স্যান্ডেল ব্যবহার করা, খোলা জায়গা পায়খানা না করা) ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়। ফলে পরিবারসমূহ সচেতন হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় শিশু অপুষ্টির হার প্রায় ৬০%হ্রাস পেয়েছে।

অপুষ্টি সনাক্তকরণ ও রেফারেল: মুয়াক টেপ পদ্ধতি ব্যবহার করে গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী ও শিশুর অপুষ্টির মাত্রা নির্ণয় করা হয়। মাঝারি অপুষ্টিতে আক্রান্তদের প্রকল্পের সোস্যাল কর্মকর্তার মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করা হয়। তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত সদস্যদের স্লিপ কার্ডের মাধ্যমে উপজেলা সদর হাসপাতাল এবং জেলা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়। ফলে এই সব রোগীরা মারাত্নক ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

পুষ্টি গ্রামঃ গ্রামে বা মহল্লায় বসবাসরত জনসাধারণকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে অপুষ্টি সমস্যাকে হ্রাস করতে কমপক্ষে ৪০টি বাড়ি আছে এমন ২৮টি গ্রামকে পুষ্টি গ্রাম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পুষ্টি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে সারা বছর কম বেশি সবজি চাষ ও গরু/ছাগল/হাঁস-মুরগী পালন, আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, নলকুপের গোড়া পাকা, টিপিট্যাপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।প্রকল্পের পিও সোস্যালের পাশাপাশি এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩৮টি উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়।

উজ্জীবিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফোরাম: অপুষ্টির কারণে একদিকে শিশুর শারীরিক মানসিক বিকাশ বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে, অন্যদিকে পড়ালেখায় অমনোযোগি থাকছে। এমনকি বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। এই বিপুল সংখ্যক শিশুদেরকে সঠিক খাদ্যভ্যাস, ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, গ্রোথ মনিটরিং, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করতেই এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণি থেকে ৫ জন ছাত্র/ছাত্রী করে মোট ২৫ সদস্যের ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বেচ্ছাসেবক দল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণি থেকে ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ২৫ সদস্যদের ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে। সেশনে নিরাপদ পানি, আমিষ জাতীয় খাবার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, ভিটামিন এ এর উৎস, আয়োডিনে উৎস, শর্করা জাতীয় খাবার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারএছাড়া বিদ্যালয়ে পুষ্টি কর্ণার স্থাপনের লক্ষ্যে ১টি ওজন মেশিন, পেনাফ্লেক্স তৈরি করে ১টি উচ্চতা মাপার ফিতা এবং ১টি ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি চার্ট এবং ১টি আদর্শ খাদ্য তালিকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।

উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবঃ

পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কিশোরীদের সচেতন করতে ও কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোরীদের স্বাস্থ্য প্রসারক হিসেবে গড়ে তুলতে মূলত: উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়। গ্রামের বা মহল্লার অবিবাহিত ১২-১৮ বছর বয়সী প্রতিটি ক্লাবে ১২-২৫ জন কিশোরী নিয়ে ক্লাব গঠন করা হয়। কিশোরীদের সুবিধামত সময়ে সপ্তাহে কমপক্ষে ১দিন করে মাসে অন্তত: ৪টি সেশন পরিচালনা করে থাকেন। সেশনে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিবার্তা নিয়ে বিষদভাবে আলোচনা করা হয়।

ঝুঁকি ভাতা প্রদানঃ

অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র অবস্থা থেকে টেকসইভাবে উত্তরণের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যু, মারাত্নক দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য ও জটিলব্যাধি, সিজারিয়ান ডেলিভারি প্রতিবন্ধিতা, শিশুর তীব্র অপুষ্টির কারণে পরিবারটি অধিকতর দারিদ্রতায় নিমজ্জিত হচ্ছেন এবং বেশিরভাগ সময়ই ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। এসব পরিবারের কোন সদস্যের উপরোক্ত দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত পরিবারের সঞ্চয়ও সম্পদ নিঃশেষ হওয়া রোধ করার পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে আয়বর্ধনমূল ককর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহ প্রদান করতে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পভূক্ত অতিদরিদ্র (বুনিয়াদ) এবং আরইআরএমপি-২ সদস্য এবং তার খানাভূক্ত সদস্য ঝুঁকিতহবিল হতে আর্থিক সহায়তা পান। এক্ষেত্রে সদস্য অথবা সদস্য কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে ঝুঁকিতহবিল ভাতা সর্বোচ্চ ২বারপ্রদান করা হয়। ফলেঝুঁকিতহবিল প্রাপ্তদের তাৎক্ষনিক ঝুঁকি কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের সাথে সংযোগ স্থাপন: কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প সব সময় জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করে। জেলা প্রশাসনও সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রকল্প অংশগ্রহণ করে থাকে। নিয়মিত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা প্রশাসন বরাবর জমা দেওয়া হয় এবং মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করায় সরকারি দপ্তর/বিভাগের সাথে প্রকল্প, প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী ও জনপ্রতিনিধির সাথে আন্ত: যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপন: ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টভূক্ত অতিদরিদ্র ও আরইআরএমপি-২ পরিবারের সদস্যদের সহজে বিভিন্ন ঔষধ সামগ্রী এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করতে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন হয়। তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করতে প্রকল্প কর্তৃক সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের সোস্যাল কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের সদস্যদের কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাথমিকভাবে উৎসাহ প্রদান করলেও এখন সদস্যরা নিজ উদ্যোগেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধানের জন্য যাচ্ছেন। ফলে সংযোগ স্থাপনকৃত ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে সদস্যদের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাবনিশ্চিতকরণ: টিপিট্যাব মূলত: একটি আঞ্চলিক ভাষা। মূলশব্দটি হলো হাত ধোয়ার পদ্ধতি। এই টিপিট্যাব পদ্ধতিটি পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর দুই হাত ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। টিপিট্যাব তৈরি করতে গুড়া সাবান ও পানির মিশ্রণ বোতলে তুলে ঝাকিয়ে পায়খানার থেকে বের হওয়ার পথে হাতের ডানদিকে খুটির সাথে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ফলে প্রকল্প এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ও পায়খানা ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত না ধোয়ার ফলে সংক্রামিত রোগের হার কমেএসেছে।

৭.১ভবিষ্যতে করণীয়

(ক)ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের আওতায় এ ধরনের কার্যক্রম নেয়া হলে কার্যক্রম সুসংহত করার জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়-
প্রকল্পের সকল ষ্টাফকে পিকেএসএফ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
সদস্যদের নিবীড়ভাবে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে নারী সোস্যাল কর্মকর্তা নিয়োগ করলে ফলাফল আরও ভালো পাওয়া যাবে।
প্রকল্পে একজন বিশেষজ্ঞ এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করা যেতে পারে।

- ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের আওতায় এ ধরনের কার্যক্রম নেয়া হলে কার্যক্রম সুসংহত করার জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।
  - পিকেএসএফ নিজের অর্থায়নে কম্পোনেন্টগুলি সচল রাখতে পাওে বলে মনে করি।

- প্রকল্প হতে অর্থায়ন না করা হলেও ক্ষুদ্রঋণ ছাড়া সহযোগী সংস্থার পক্ষ হতে কোন কোন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।

-উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব
-প্রাখমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল ফোরাম